মানব জীবনে ষড়রিপু

লিলবর আল-বারাদী

এম.এম (হাদীছ); বি.এ (অনার্স),
এম.এ (আরবী); রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আল-মাহমূদ প্রকাশনী

মানব জীবনে ষড়রিপু

লিলবর আল-বারাদী

প্রকাশক
আল-মাহমূদ প্রকাশনী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮৮-৬২৫৮৭৮

সর্বস্বত্ব : লেখকের।

অনলাইন প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২৪
ভাদ্র ১৪৩১
রবিউল আওয়াল ১৪৪৬

অক্ষর বিন্যাস
আল-মাহমূদ এন্টারপ্রাইজ

প্রচ্ছদ
আবূ নাফিয

নির্ধারিত মূল্য :
৯০.০০ (নব্বই) টাকা।

MANOB JIBONE SHARORIPU by **Lilbar Al-Barady.** Pubished by **Al-Mahmud Prokashoni**. Nawdapara, Sopura, Rajshahi. Mobile : 01788-625878, ***www.anniyat.com***

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ **ভূমিকা**	৬
❖ **মানব জীবনে ষড়রিপু**	৮
❖ **কাম রিপু**	৯
♦ ভালবাসার সীমারেখা	১০
♦ আল্লাহ যাদেরকে ভালবাসেন	১৩
♦ আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা	১৫
♦ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও মহত্ত্বের নিমিত্তে ভালবাসার ফযীলত	১৭
♦ আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসার স্বরূপ	১৮
♦ কাম রিপু অনিয়ন্ত্রণে লজ্জার খর্বতা ও জটিল রোগের প্রাদুর্ভাব	২১
♦ কাম রিপু নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায়, লজ্জা ও পর্দা করা	২৮
❖ **ক্রোধ রিপু**	৩২
♦ ক্রোধ দমনে কল্যাণ ও বীরত্ব	৩২
♦ ক্রোধ দমনের পদ্ধতি ও ফযীলত	৩৩
♦ ক্রোধ দমনের দো‘আ	৩৫
♦ ক্রোধ সংবরণে বিনম্রতা	৩৫
❖ **লোভ রিপু**	৪৩
♦ অর্থ-সম্পদের লোভ	৪৪

♦ নেতৃত্বে, কর্তৃত্বে ও মর্যাদার লোভ	৪৭
♦ লোভ দমনে করণীয়	৫২
❖ **মোহ রিপু**	৫৬
♦ দুনিয়ার প্রতি মোহ	৫৮
♦ নারীর প্রতি মোহ	৬০
♦ ধন-সম্পদের মোহ	৬২
♦ সুখ্যাতির মোহ	৬৩
♦ প্রশংসা অর্জনের মোহ	৬৫
❖ **মদ রিপু**	৬৮
♦ **অহংকারের নিদর্শন সমূহ**	৬৯
১. প্রধান নিদর্শন হ’ল দম্ভভরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা	৬৯
২. নিজেকে সর্বদা অন্যের চেয়ে বড় মনে করা	৭০
৩. অন্যের আনুগত্য ও সেবা করায় নিজেকে অপমানিত মনে করা	৭০
৪. নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করা	৭১
৫. লোকদের কাছে বড়ত্ব যাহির করা ও নিজের ত্রুটি ঢেকে রাখা	৭১
৬. অন্যকে নিজের তুলনায় ছোট মনে করা	৭২
৭. মানুষের সাথে অসদ্ব্যবহার করা ও তাদের প্রতি কঠোর হওয়া	৭৩
৮. শক্তি বা বুদ্ধির জোরে অন্যের হক্ব নষ্ট করা	৭৩
৯. অধীনস্তদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে নিকৃষ্টভাবে খাটানো	৭৪

১০. মিথ্যা বা ভুলের উপর যিদ করা ৭৫
- ♦ অহংকার পতনের মূল ৭৬
- ♦ অহংকারী জান্নাতে যাবে না ৭৮
- ♦ অহংকারের পরিণতি জাহান্নাম ৭৯
- ♦ অহংকার থেকে বেঁচে থাকার উপায় ৮০

❖ **মাৎসর্য রিপু** ৮৪
- ♦ **হিংসার সূচনা** ৮৫
  - ১. আদম (আঃ)-এর প্রতি ইবলীসের হিংসা ৮৬
  - ২. হাবীলের প্রতি কাবীলের হিংসা ৮৭
  - ৩. ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি তাঁর ভাইদের হিংসা ৮৮
- ♦ **যুগে যুগে প্রতিহিংসা** ৯০
  - ১. রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ইহূদী ও নাছারাদের হিংসা ৯০
  - ২. কুরায়েশ ও কাফিরদের হিংসা ৯২
  - ৩. মুনাফিকদের হিংসা ৯২
- ♦ **হিংসা থেকে বেঁচে থাকার উপায়** ৯৪
  - ১. আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন ৯৫
  - ২. শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করা ৯৫
  - ৩. হিংসা সংবরণে বিনয়ী হওয়া ৯৯

❖ **উপসংহার**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله وحده، والصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعده وبعد .

ভূমিকা

আল্লাহ্ তা'আলারঅসীম রহমতের ফলে পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছি। মানুষের বিবেকের বোধ শক্তি থাকার কারণে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জীব। এই মানবজাতি দুনিয়াতে চলা ফেরা করতে গেলে দেহে বসবাস করা ছয় প্রকার শত্রু দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়। সেই ষড়রিপু নিয়ন্ত্রণে রাখা অতিব জরুরী। কারণ মানব সমাজে যত অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ষড়রিপুর অনিয়ন্ত্রিত ও বেপরোয়া হওয়ার জন্য এটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে রূপান্তর হয়। পৃথিবীর এমন কোন মেডিসিন নেই যার দ্বারা এই রোগগুলো আরোগ্য লাভ করে। অথচ এই ষড়রিপু নিয়ন্ত্রণ করে চললে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, এমনি সারা দুনিয়াতে অনাবিল প্রশান্তি ও শ্রেষ্ঠ শৃংখলা বিরাজ করবে।

এই ষড়রিপু **দ্বিমাসিক তাওহীদের ডাক** পত্রিকায় **'ষড়রিপু সমাচার'** শিরনামে *(৩৭তম সংখ্যা জুলাই-আগস্ট ২০১৮ থেকে ৪২তম সংখ্যা জুলাই-আগস্ট ২০১৯)* সাময়িক প্রসঙ্গ কলামে আমার প্রবন্ধসমূহ নিয়মিত প্রকাশিত হয়। নিবন্ধনগুলোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে আমি প্রবন্ধগুলো একত্রে পরিমার্জিত করে **'মানব জীবনে ষড়রিপু'** নামে বই আকারে প্রকাশ করলাম। এতে বেশ কিছু সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে। যার ফলে বিষয়বস্তুকে আরও প্রাণবন্ত ও শ্রুতিমধুর করেছে। বইটি একাগ্রতা চিত্তে পাঠ করলে মানব জীবনে ষড়রিপুর কুপ্রভাব থেকে বিরত থাকা সম্ভব বলে মনে করি এবং আশা রাখি ইহকালে শিফা ও পরকালে মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে, ইনশাআল্লাহ।

বইটি প্রনয়ণ, প্রকাশ ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে যে যতটুকু সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন। এ ক্ষেত্রে বন্ধুবর **শাহীন রেজা**'র নাম উল্লেখ করতে হয়, কেননা তার অনুপ্রেরণায় বইটি রচনা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা তাকে জাঝায়ে খায়ির দান করুন।

পরিশেষে, হে আল্লাহ! তুমি ত্রুটিগুলো ক্ষমা করো এবং দ্বীনের পথে এই খিদমত কবূল করো। যত মুমিন মুসলমান এ বইটি পড়ে আমল করবে এবং অন্যকে আমল করতে সাহায্য করবে, তোমার রাসূল (ছাঃ)-এর ওয়াদা মোতাবেক এ গুনাহগার বান্দার আমলনামায় তার ছওয়াব পূর্ণরূপে যুক্ত করে দাও। এই বইটির অসীলায় আমাকে, আমার আব্বা-আম্মা ও পরিবারবর্গ এবং আত্মীয়-স্বজনসহ সকল শুভাকাংখী যারা আমাকে এই দ্বীনের পথে পথ চলতে সহযোগীতা করেছেন, তাদের সকলকে কবরে ও হাশরে মুক্তি দান করো এবং ক্ষমা করে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করো, আমীন!! *সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লা-হিল 'আযীম*।

বিনীত

লেখক

মানব জীবনে ষড়রিপু

মানব জীবন বড়ই বন্ধুর। জীবনে নানা ঘাত প্রতিঘাত জীবনকে প্রতিনিয়ত যেমনি শোধরিয়ে দেয় তেমনি আবার কলুষিতও করে থাকে। পৃথিবীতে সৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পেছনে যে বিষয়গুলো সদা ক্রিয়াশীল তা হ'ল তার বিবেক, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। **ক. বিবেক** হ'ল মানুষের অন্তর্নিহীত শক্তি যার দ্বারা ন্যায়, অন্যায়, ভালমন্দ, ধর্মাধর্ম বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জিত হয়। **খ. বুদ্ধি** হ'ল তার ধীশক্তি বা বোধশক্তি, যার দ্বারা জীবন ও জগতে সংঘটিত যাবতীয় ক্রিয়াকলাপে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার বিজ্ঞানময় দক্ষতা নির্ণীত হয়। **গ. বিচক্ষণতা** হ'ল তার দূরদর্শীতা, যার মাধ্যমে মানুষ জীবনে আগত ও অনাগত বিষয়ে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে নিজেকে সর্বত্র সাবলীল ও সফল করে তুলতে সক্ষম হয়। **ঘ. নিয়ন্ত্রণ** হ'ল সংযমন, যার দ্বারা মানুষ তার জীবনের সর্বত্র সংযত ও শৃংখলিত জীবনবেদ অনুধাবনে সক্ষম হয়। সুন্দর ও আদর্শ জীবন গঠনের উল্লেখিত সূচকগুলো যার কারণে প্রায়শ বাধাগ্রস্থ ও প্রতিহত হয় তার সমষ্টি নাম হ'ল 'ষড়রিপু'।

মানুষের এ রিপু ছয়টি সর্ম্পকে সামান্য পরিচিতি হওয়া যাক। ষড়রিপু অর্থাৎ মানুষের চরম ও প্রধান ছয়টি শত্রু হ'ল- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। ইংরেজী ও সংস্কৃতিতে বলে- 1. Sex Urge (Kama), 2. Anger (Krodha), 3. Cupidity, Greed (Lobha), 4. Attachment, Illusion (Moha), 5. Arrogance, Pride (Mada), 6. Envy, Covetousness (Matsarya).

প্রতিটি রিপুই মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট এবং প্রতিটির দক্ষ ব্যবহার কাম্য। যেমন টক-ঝাল-মিষ্টি-লবণ প্রতিটিই প্রয়োজন। কিন্তু অধিক ব্যবহারে প্রতিটিই ক্ষতিকর। জীবনের চলার পথে ষড়রিপু আমাদের সার্বক্ষণিক সাথী। ষড়রিপু প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে থাকতে হবে কিন্তু তা হবে নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত রিপু ঔষুধের মত কাজ করে এবং তা যথাস্থানে প্রয়োগ করে থাকে। আর অনিয়ন্ত্রিত রিপু নেশা জাতীয় দ্রব্যের মত মাতাল করে এবং তা অপচয় করে ও অপাত্রে প্রয়োগের ফলে ক্রিয়া না করে মন্দ প্রতিক্রিয়াতে পরিণত হয়। সুতরাং হে মানব সমাজ! রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করো, সুখী-সমৃদ্ধি জীবন গড়ো!

কাম রিপু

Sex Urge (Sanskrit: Kama)

কাম শব্দের আভিধানিক প্রতিশব্দ হ'ল সম্ভোগেচ্ছা। কাম শব্দটির বহুবিধ ব্যবহার থাকলেও যৌনবিষয়ক সম্ভোগশক্তিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। এ কামশক্তি মানুষের জন্য অপরিহার্য। কামশক্তি নেই সম্ভবত এমন কোন প্রাণীই নেই। এ শক্তি ব্যতিরেকে একজন মানুষ গতানুগতিক রীতিতে সে অপূর্ণ মানুষ বলে বিবেচিত হয়। এ শক্তিতে অপূর্ণ হ'লে স্বামী তার স্ত্রীর কাছে যেমন মূল্যহীন আবার স্ত্রী তার স্বামীর কাছেও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় পৃথিবীতে মানুষ আবাদের কাজটিই অচল হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সমুদয় মূল্যই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। মোটকথা পৃথিবীতে নারী-পুরুষের জীবন ও যৌবন ঘটিত কোন প্রকার সর্ম্পকই থাকে না। থাকে না প্রেম, ভালবাসা এবং থাকে না রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এ পঞ্চগুণের উজ্জীবিত ও সজিব জীবনের উপস্থিতি।

সুতরাং, মানুষ মাত্রই থাকা চাই নিয়ন্ত্রিত কামশক্তি। এ নিয়ন্ত্রিত কামশক্তি যখন অনিয়ন্ত্রিত, বেপরোয়া ও বেসামাল হয়ে যায় তখনই তা হয়ে যায় শত্রু। অনিয়ন্ত্রিত কামশক্তি জন্ম দেয় উলঙ্গ প্রেম, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অবিশ্বাস ও কলংক। এমর্মে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 'তোমরা যিনা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জ কাজ এবং খুবই খারাপ পথ' *(আল-ইসরা-১৭/৩২)*। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কোনভাবেই এই অশ্লীলতার নিকটে গমন করা যাবে না, এসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 'লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে, উহার নিকটবর্তী হবে না, তা প্রকাশ্যেই হোক অথবা অপ্রকাশ্যে হোক' *(আনআম-৬/১৫১)*।

কামশক্তি যখন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লাগামহীন হয়ে বেপরোয়াভাবে চলতে থকে তখন মানুষের মাঝে নানা প্রকার বিপর্যয় নেমে আসে। অবৈধ ভালবাসা,

পরোকিয়া, ব্যাভিচার, অনাচার, অশ্লীলতা, ধর্ষন, খুন, ইত্যাদির মত নানা প্রকার গর্হিত কাজে মানুষ জড়িয়ে পড়ে।

মানুষ কামশক্তির নিয়ন্ত্রণ হারানোতে চূড়ান্ত ফলাফল হ'ল মানব সমাজে অসামাজিকতা, অনৈতিকতা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নগ্নতা ও অবৈধ যৌনতার বিষাক্ত ছোবলে মানবিক, নৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ মারাত্মক ভাবে হ্রাস পায়, ফলে সমাজ জীবনে এর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী নানা ধরনের মারাত্মক পারিবারিক ও সামাজিক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিষাক্ত ফলাফল প্রকাশিত হয় এবং মহামারী আকারে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সমাজে দায়-দায়িত্বহীন অবাধ অবৈধ যৌনতার প্রসার ঘটে এবং বিবাহ নামক পবিত্র দায়িত্বপূর্ণ সামাজিক বন্ধনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত বৈধ যৌন সম্পর্কের প্রতি মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ফলে মানব সমাজ ও সভ্যতা ধীরে ধীরে দায়-দায়িত্বহীন অসভ্য-বর্বর পাশবিক সমাজের দিক দ্রুত ধাবিত হয়। ফলে মনুষত্ব হারিয়ে পশুত্ব বরণ করে নেয়। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক পবিত্র বন্ধন শিথীল হয়ে যায় এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাঁধাহীন অশ্লীলতা মারাত্মক সয়লাবে কলুষিত সমাজে ধর্ষন, পরোকিয়া, অবৈধ গর্ভধারণ, অবৈধ গর্ভপাত, আত্মহত্যা, মানসিক বিকৃতি, সংসার ভাঙ্গন ও অবৈধ সন্তানের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটে।

ভালবাসার সীমারেখা :

কাম রিপুর ফলে নারী-পুরুষের একে অপরের প্রতি ভালবাসা তৈরী হয়। আর মুসলমান হিসাবে আমাদের এটাও জেনে রাখা দরকার যে, বিবাহের পূর্বে নারী-পুরুষের পরস্পর দেখা-সাক্ষাত, কথা-বার্তা, মিলা-মিশা, প্রেম-ভালবাসা ইসলামী সংবিধানে সম্পুর্ণভাবে হারাম। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের পূর্বে যুবক-যুবতীদের প্রেম-ভালবাসা বলতে কিছুই নেই। পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে ভালবাসা কেবল বিবাহের পরে-ই। বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রির মধ্যে যে ভালবাসা সৃষ্টি হয় এর মধ্যে অনেক চিরন্তন কল্যাণ রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ. 'তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ কর এবং তোমাদের পরস্পরের মাঝে হৃদ্যতা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন' *(রূম ৩০/২১)*।

দাম্পত্য জীবনের জন্য রোমান্টিক প্রেমের পরিবর্তে বাস্তব প্রেম ও পরস্পরের প্রতি দয়া, সহমর্মিতা ও সহনশীলতাপূর্ণ ভালবাসা একান্ত প্রয়োজন। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাসী তারা শুধুমাত্র হৃদয়ের আবেগে বা নফসের কামনা-বাসনায় বা জৈবিক লালসায় অবৈধ ভালবাসার লাগামহীন পথে পা বাড়ায় না, বরং তারা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সর্বদা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলেন। কেবলমাত্র ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের লক্ষ্যে কামশক্তিতে প্রভাবিত হয়ে বিবাহ নামক পবিত্র সামাজিক বন্ধনের মাধ্যমেই নারী-পুরুষের স্বীকৃত বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে তোলেন। মুমিনদের এই পবিত্র ভালবাসার দায়-দায়িত্ব ও কল্যাণকর প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

'মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের অভিভাবক ও বন্ধু। তারা ভাল কাজের আদেশ দেয়, খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, ছালাত কায়িম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ তাদের প্রতি অচিরেই রহমত নাযিল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্য এমন জান্নাতের অঙ্গীকার করেছেন যে জান্নাতের নীচে দিয়ে ঝর্ণাসমূহ বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন মহাপবিত্র স্থায়ী বাসস্থান আদন নামক জান্নাতের। বস্তত: আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা *(তওবা ৯/৭১-৭২)*।

'ভালবাসা' পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর কোমল দুরন্ত মানবিক অনুভূতি। ভালবাসা নিয়ে ছড়িয়ে আছে কত শত পৌরাণিক উপাখ্যান। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সর্বত্রই পাওয়া যায় ভালবাসার সন্ধান। এই ভালবাসা গড়ে উঠে পিতা মাতা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে। স্বামী স্ত্রীর ভালবাসার অকৃত্রিম বন্ধন গড়ে বিবাহের পর। তাই 'দু'টি মনের অভিন্ন মিলনকে ভালবাসা বলে'। এই ভালবাসার রূপকার মহান আল্লাহ। 'ভালবাসা' শব্দটি ইতিবাচক। মহান আল্লাহ সকল ইতিবাচক কর্ম-সম্পাদনকারীকেই ভালবাসেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ 'এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না। তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিনদের ভালবাসেন *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। ভুলের পর ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পবিত্রতা অবলম্বন করা এ দু'টিই ইতিবাচক কর্ম। তাই আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকেও ভালবাসেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি সকল কল্যাণের মূল। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদেরকে খুবই ভালবাসেন। এমর্মে বলেন, فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 'আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন'*(ইমরান ৩/৭৬)*।

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

عِظَمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ.

'সর্বোত্তম পুরস্কার আসে সর্বোচ্চ পরীক্ষার দ্বারা। যখন আল্লাহ কাউকে ভালোবাসেন, তখন তাকে পরীক্ষা করেন। যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে, সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পায় আর যে তাতে অধৈর্য হয়, সে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি পায়'।[১]

১. ইবনু মাজাহ হা/৪০৩১; তিরমিযী হা/২৩৯৬; সনদ হাসান।

ভালবাসা হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা এক অদৃশ্য সুতোর টান। কোন দিন কাউকে না দেখেও যে ভালবাসা হয়; এবং ভালবাসার গভীর টানে রূহের গতির এক দিনের দূরত্ব পেরিয়েও যে দুই মুমিনের সাক্ষাত হতে পারে তা ইবন আব্বাস (রাঃ) এক বর্ণনা থেকে আমরা পায়। তিনি বলেন, النِّعَمُ تُكْفَرُ، والرَّحِمُ تُقْطَعُ ولَمْ نَرَ مِثْلَ تَقَارُبِ الْقُلُوبِ. 'কত নিয়ামতের শুকরিয়া করা হয় না, কত আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হয়, কিন্তু অন্তরসমূহের ঘনিষ্ঠতার মত (শক্তিশালী) কোন কিছুই আমি কখনও দেখিনি'।[২]

আল্লাহ যাদেরকে ভালবাসেন :

কাউকে ভালবাসবার আগে আল্লাহ্‌র জন্য হৃদয়ের গভীরে সুদৃঢ় ভালবাসা রাখতে হবে। কিছু মানুষ এর ব্যতিক্রম করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ 'আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ রূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্‌কে ভালবাসার মত তাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসায় তারা সুদৃঢ়' *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*।

আল্লাহ্‌র যে বান্দা তাঁর প্রভুর ভালবাসা পায় তাকে আসমান ও যমীনবাসী সকলেই ভালবাসেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ إِنِّى أُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ– قَالَ : فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ– قَالَ : ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِى الأَرْضِ. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ إِنِّى أُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضْهُ– قَالَ : فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِى فِى أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلاَنًا فَأَبْغِضُوهُ– قَالَ : فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الأَرْضِ .

২. ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৬২।

'যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন ডেকে বলেন, হে জিব্রীল! আমি অমুককে ভালবেসেছি। তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিব্রীল তাকে ভালবাসেন এবং তিনি সেটি আসমানবাসীদের বলে দেন। তখন তারা তাকে ভালবাসেন। অতঃপর উক্ত ভালবাসা যমীনে নামিয়ে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ যখন কোন বান্দার উপরে ক্রুদ্ধ হন, তখন ডেকে বলেন, হে জিব্রীল! আমি অমুকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছি। তুমিও তার প্রতি ক্রুদ্ধ হও। তখন জিব্রীল তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তিনি সেটি আসমানবাসীদের বলে দেন। তখন তারা তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। অতঃপর উক্ত ক্রোধ যমীনে নামিয়ে দেওয়া হয়'।[৩]

আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকে দুনিয়া থেকে হেফাযত করেন। এই মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِى سَقِيمَهُ الْمَاءَ 'যখন আল্লাাহ কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তাকে দুনিয়াদারী থেকে ঠিক সেইভাবে বাঁচিয়ে নেন; যেমন তোমাদের কেউ তার রোগী ব্যক্তিকে পানি থেকে সাবধানে রাখে'।[৪]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাতকে ভালবাসে, আল্লাহ তার সাক্ষাতকে ভালবাসেন। . . .।[৫]

সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ বান্দাকে ভালবাসেন যে বান্দাহ ধর্মভীরু (পাপ কাজ হতে বিরত থাকে) মুখাপেক্ষীহীন (আল্লাহ ছাড়া কারো উপর নির্ভরশীল নয়) ও আত্মগোপনকারী (নিজের গুণ প্রকাশে অনিচ্ছুক)'।[৬] অন্য দিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভালবাসলে আল্লাহকে ভালবাসার শামিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা

৩. মুসলিম হা/২৬৩৭; মিশকাত হা/৫০০৫।

৪. তিরমিযী হা/২০৩৬, হাকেম হা/৭৭৬৪, ছহীহুল জামি' হা/২৮২।

৫. বুখারী হা/৬৫০৭ ও ৮; আহমাদ হা/১২০৬৬; সনদ ছহীহ।

৬. মুসলিম হা/২৯৬৫; মিশকাত হা/৫২৮৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৫১৪।

বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ. 'বলো, যদি তুমি আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে আমার আনুগত্য করো বা আমাকে ভালবাস। তাহ'লে তিনিও তোমাকে ভালবাসবেন' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

আল্লাহ্র জন্য অন্যকে ভালবাসা :

কাউকে ভালবাসতে হ'লে সেই ভালবাসার মানদণ্ড থাকতে হবে ইসলামী শারঈ মোতাবেক। ঈমানের মধুর স্বাদ পেতে শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালবাসতে হবে। এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ.

'তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে সে ঈমানের স্বাদ পায়। ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া। ২. শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালবাসা। ৩. কুফুরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপছন্দ করা'।[৭]

আর কোন ব্যক্তিকে ভালবাসলে তাকে জানিয়ে দিতে হবে। হাদীছে এসেছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ أَحَبَّهُ. 'যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে ভালবাসে, তখন তাকে যেন জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালবাসে'।[৮]

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, এক লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিল। এ সময় অন্য এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। লোকটি বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি অবশ্যই এ ব্যক্তিকে ভালোবাসি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি তাকে তোমার ভালোবাসার কথা জানিয়েছ'? সে বললো, না। তিনি বললেন, 'তুমি তাকে জানিয়ে দাও'। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللهِ. أَحَبَّكَ الَّذِى أَحْبَبْتَنِي

৭. বুখারী, কিতাবুল ঈমান অধ্যায়, হা /১৬, ২১ ও ৬৯৪১।
৮. আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০১৬।

لَهُ. 'আমি আপনাকে আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসি। জওয়াবে লোকটি বলল, যাঁর উদ্দেশ্যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন তিনিও আপনাকেও ভালোবাসুন'।[৯]

অন্যত্র তিনি বলেন, আমি ছাহাবীদেরকে একটি বিষয়ে এতবেশী আনন্দিত দেখলাম যে, অন্য কোন বিষয়ে এমন আনন্দিত হ'তে দেখিনি। আর তা হ'ল, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার সৎকাজের জন্য ভালবাসে, কিন্তু সে তার মত সৎকাজ করতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. 'প্রত্যেকে যাকে ভালবাসে, সে তার সাথী হবে'।[১০] অন্য বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ. 'প্রত্যেক মানুষ তার সাথী হবে, সে যাকে ভালবাসে'।[১১]

যে ব্যক্তির ভালবাসা যতবেশী হবে সে আল্লাহ্র নিকটে ততবেশী ভালবাসার পাত্র হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللهِ إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ، 'দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ভালবাসলে, তাদের মধ্যে যে অপরজনকে অধিক ভালবাসবে সে আল্লাহ্র নিকটে অপরজন থেকে অধিক ভালবাসার পাত্র হবে'।[১২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিঃ) বলেন, 'ভালবাসা যদি আল্লাহ্র জন্য না হয়, তবে তা হারিয়ে যায়'।[১৩]

৯. আবূদাঊদ হা/৫১২৫; হাসান ছহীহ।
১০. আবূদাঊদ হা/৫১২৭, হাসান ছহীহ।
১১. মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫০০৮
১২. মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৭৩২৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৫০।
১৩. মাজমুয়াল ফাতওয়া ২৮/৩৮।

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও মহত্ত্বের নিমিত্তে ভালবাসার ফযীলত :

আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসার ফযীলত হ'ল মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও মহত্ত্বের নিমিত্তে যারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে তিনি তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِى ظِلِّى يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّى 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, আমার মহত্ত্বের নিমিত্তে পরস্পর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় ছায়া দান করব। আজ এমন দিন, যে দিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই'।[১৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَ اللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা নবীও নয়, শহীদও নয়; কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হ'তে তাঁদের সম্মানজনক অবস্থান দেখে নবী এবং শহীদগণও ঈর্ষান্বিত হবেন। ছাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদেরকে বলুন, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা ঐ সকল লোক, যারা শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই একে অপরকে ভালবাসে। অথচ তাদের মধ্যে কোন রক্তের সম্পর্ক নেই, কিংবা কোন অর্থনৈতিক লেন-দেনও নেই। আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয়ই তাঁদের চেহারা হবে নূরানী এবং তারা নূরের মধ্যে থাকবে। যে দিন মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে, সেই দিন তাঁদের কোন ভয় থাকবে না এবং যে দিন মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে, সে দিন তাঁদের কোন চিন্তা থাকবে না..'।[১৫]

---

১৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৬।

১৫. সূরা ইউনুস ১০/৬২-৬৪; আবূদাউদ হা/৩৫২৭; মিশকাত হা/৫০১২; ছহীহুত তারগীব হা/৩০২৩ ও ৩০২৬; সনদ ছহীহ।

পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য স্থাপিত না হ'লে পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া যায় না, শান্তিও নিরাপত্তা লাভ করা যায় না, এমনকি জান্নাতও লাভ করা যাবে না। মুমিনগণ দুনিয়াতে ও জান্নাতে পরস্পরকে ভালবাসবেন। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধির জন্য একটি চমৎকার পন্থা বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُم. 'তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার না হবে, তোমরা ঈমানদার হ'তে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য স্থাপন করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের কথা বলব না, যা করলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হবে? ছাহাবীগণ বললেন, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ! (তিনি বললেন) তোমাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে সালামের প্রচলন করো'।[১৬]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিঃ) বলেন, 'জেনে রেখো, যে ব্যক্তি আল্লাহর চেয়ে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বেশি ভালোবাসবে, তখন এটি অনিবার্য হয়ে যাবে যে, সে তার ভালোবাসার ওই ব্যক্তি বা বস্তু দিয়ে আঘাত পাবেই'।[১৭]

আল্লাহ্র জন্য ভালবাসার স্বরূপ :

আল্লাহ্র জন্য ভালবাসার স্বরূপ সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিঃ)-এর চমৎকার একটি কথপোকথন তুলে ধরা হ'ল-

উৎসুক ব্যক্তি : একজনকে আল্লাহ্র জন্য ভালবাসলে তাকে কি বলতে হবে যে, 'আমি তোমাকে আল্লাহ্র জন্য ভালবাসি'?

আলবানী : হ্যাঁ! তবে কাউকে আল্লাহ্র জন্য ভালবাসলে বড় মূল্য দিতে হয়। তুমি কি জানো তা কী? তোমাদের মধ্যে কেউ কি জানো, ভালবাসার সে মূল্যটি কী? যে জানো সে উত্তরটা দাও।

উপস্থিত একজন : আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ শুধু সাত শ্রেণীর লোককে তাঁর বিশেষ ছায়াতলে নিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া

---

১৬. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান হা/ ৯৩।

১৭ মাজমু'উ ফাতাওয়াঃ ১/১২৮।

ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্য থেকে একদল হ'ল তারা, যারা আল্লাহ্‌র জন্য একে অপরকে ভালবাসে। আল্লাহ্‌র জন্যই মিলিত হয় ও আল্লাহ্‌র জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়'।

আলবানী : এটা তাঁর নিজের মাঝেই সঠিক। তবে এটা এ প্রশ্নের উত্তর নয়। এটা আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসার কাছাকাছি সংজ্ঞা হ'তে পারে, তবে পূর্ণাঙ্গ নয়। আমার প্রশ্ন ছিল, আল্লাহ্‌র জন্য একে অপরকে ভালবাসলে উভয়কে কোন দায়িত্বটা পালন করতেই হবে? আমি কিন্তু পরকালের কোনো পুরস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করি নাই। এই প্রশ্ন থেকে এটাও বুঝাতে চাচ্ছি যে, একজন আরেকজনকে যে সত্যি-ই আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসে তার প্রমাণ বা মাপকাঠি কি? কারণ তাদের ভালবাসা নামে মাত্রও হ'তে পারে! সত্য নাও হ'তে পারে!

উপস্থিত একজন : 'যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে অন্যের জন্যও তা পছন্দ করবে'।

আলবানী : এটা ভালবাসার একটি বৈশিষ্ট্য অথবা তার সর্বনিম্ন বৈশিষ্ট্য!

উপস্থিত অপর একজন : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. 'বলো, যদি তুমি আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার আনুগত্য করো বা আমাকে ভালবাস। তাহ'লে তিনিও তোমাকে ভালবাসবেন' *(আলে ইমরান ৩/৩১)*।

আলবানী : এটা অন্য প্রশ্নের উত্তর। আমার প্রশ্নের সাথে যথোপযুক্ত নয়।

উপস্থিত অন্য একজন : উত্তরটি এক হাদীছে পাওয়া যাবে যেখানে বলা হচ্ছে, 'যার ভিতর তিনটি গুণাবলী রয়েছে সে ঈমানের পূর্ণ স্বাদ পাবে। 'তার মধ্যে একটি হ'ল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসা'।

আলবানী : এটা ভালবাসার প্রভাব বা পরিণতি, যাতে করে মনে একটা শুভ্র মিষ্টতা অনুভূত হয়।

উপস্থিত অন্য একজন : আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কালের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে হক্বের উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' *(আছর ১০৩/১-৩)*।

আলবানী : نعم (না'আম) হ্যাঁ। এটা সঠিক উত্তর হয়েছে এবং এটার ব্যাখ্যা হ'ল- যদি আমি সত্যিই আল্লাহ্‌র জন্য তোমাকে ভালবাসি, তবে অবশ্যই আমি নিজের মাঝে একটা জেদ সৃষ্টি করব তোমাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এবং তুমিও আমার ক্ষেত্রে ঠিক এমনটি-ই করবে।

তবে একে অপরকে ভালবাসে এমন ব্যক্তিদের মাঝে এটা দুষ্প্রাপ্য। আমরা তার রেগে যাবার, ছেড়ে যাবার বা ইত্যাদির ভয়ে তাকে উপদেশ প্রদান করা থেকে বিরত থাকি এবং তাকে এটা ছাড় দেওয়ার চেষ্টা করি। এই ভালবাসায় অবশ্যই সচেতনতা রয়েছে, তবে শুধু এটাই সম্পূর্ণ (সচেতনতা) নয়। বিষয়টি এভাবে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসতে গিয়ে প্রত্যেকে অপরের প্রতি সচেতনতা প্রকাশ করতে হবে তাকে উপদেশ দিয়ে, সদা সর্বদা ভাল কাজের দিকে উৎসাহ দিয়ে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য নিরুৎসাহিত করে। এমনকি তার ছায়ার চেয়েও সর্বদা তার নিকটে থাকতে হবে, তাকে ভালর উপদেশ দেয়ার জন্য'।

এজন্য হাদীছে এসেছে, 'ছাহাবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় 'সূরা আছর' পাঠ করে শোনাতেন'।[১৮]

একদিন জনৈক ছাত্র শায়খ আলবানীর একটি ভুল ধরিয়ে দিলে তিনি তার জন্য দো'আ করে বললেন, 'এর জন্য আল্লাহ তোমাকে উত্তম জাযা দান করুন এবং আমাদের পারস্পরিক মহববতকে এমন মহববতে পরিণত করুন, যা পরস্পরকে উপদেশ প্রদান এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়। কেননা অনেক মানুষ অপরকে বলে থাকে যে, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র জন্য ভালোবাসি। কিন্তু যখনই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সে কোন দোষ-ত্রুটি করে ফেলে, তখন তাকে দূরে ঠেলে দেয় ও তার মর্যাদাহানি করে। এটা কখনোই 'আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা'র নিদর্শন নয়। বরং যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরকে উপদেশ দেওয়া হবে তখনই তা প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব বলে গণ্য হবে। সুতরাং যখন তুমি আমার কোন ভুল-ত্রুটি দেখবে, তখন অবশ্যই আমাকে সংশোধন করে দিবে'। তিনি বলতেন, السَّعيد من وُعظ بغيره 'সৌভাগ্যবান সেই যে অন্যের দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়'।

---

১৮. আল হাওয়ী মিন ফাতওয়া আলবানী, পৃষ্ঠা- ১৬৫-১৬৬।

বিজ্ঞজন বলেন, তিন ব্যক্তি থেকে দূরে থাকবে; ১. যে আপনাকে সম্মান না দিয়ে, তিরস্কার করে কথা বলে। ২. যে আপনার মতামতকে প্রাধান্য না দিয়ে, তুচ্ছজ্ঞান করে। ৩. যে আপনাকে দুনিয়াবী স্বার্থে ভালবাসে, দ্বীনের স্বার্থে নয়। সুতরাং বন্ধুত্ব হবে আদর্শিক এবং ভালবাসা থাকবে দ্বীনের স্বার্থে একে অপরের প্রতি যা জান্নাতেরও অটুট থাকবে। প্রথম দু'টি অহংকার ও শেষেরটা স্বার্থপরতা প্রকাশ করে।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ্ (রাহিঃ) বলেন, 'বান্দা তার রব আল্লাহকে যত বেশি ভালবাসবে, অন্যান্য জিনিসকে ততই কম ভালবাসবে এবং তাদের সংখ্যাও কমে যাবে। বান্দা তার রব আল্লাহকে যত কম ভালোবাসবে, অন্যান্য জিনিসকে ততই বেশি ভালবাসবে এবং তাদের সংখ্যাও বেড়ে যাবে'।[১৯]

কাম রিপু অনিয়ন্ত্রণে লজ্জার খর্বতা ও জটিল রোগের প্রাদুর্ভাব :

মানব প্রকৃতির মধ্যে লজ্জা প্রবণতা জন্মগত এক অতিব স্বাভাবিক প্রবণতা। আর এই লজ্জাশীলতা মানুষকে তার তাক্বওয়া বৃদ্ধিতে সহায়তা ও শালীনতা প্রবৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে কাম রিপুর দাসত্ব প্রবল হলে নির্লজ্জতা মানুষকে আল্লাহভীতি থেকে বিরত রাখে ও অশ্লীলতার দিকে আহ্বান করে। যার ফলে মানুষ পশুর পর্যায়ে চলে যায়। শালীনতা ও অশালীনতার মধ্যে পার্থক্য ভুলে যায়। বিবেক নামের স্বচ্ছ যন্ত্রটি অকেজো হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। আর এরা নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রের অধিকারী হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْحَيَاءُ مِنَ الإِيْمَانِ وَالإِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ. 'লজ্জা ঈমানের অংশ, আর ঈমানের ফলাফল জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রের অংশ, আর দুশ্চরিত্রতার পরিণতি জাহান্নাম'।[২০] এছাড়াও মানব শরীরের যে সকল অংশ নারী পুরুষের জন্য যৌন আকর্ষন আছে, তা প্রকাশ্যে লজ্জা বোধের সাথে আচ্ছাদিত ও কাম রিপুকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রচেষ্টা করা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক স্বভাব। যদি কেউ তা না করে, তবে সে

১৯. মাজমু'উ ফাতাওয়া, ১/৯৪।
২০. তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৭৭, সনদ ছহীহ।

নিজেকে নির্লজ্জ বেহায়ার মত নিজের কুরুচি প্রকাশ করে, যা ইসলামী শরিয়তে গর্হিত কাজ। অবশ্য শয়তান মানুষের কাম রিপুকে অনিয়ন্ত্রণ করতে প্রলুব্ধ করে থাকে, যেন মানুষ লজ্জাকে পিছনে ফেলে নিজের নির্লজ্জতা প্রকাশ করে। শয়তান মানুষকে এ ব্যাপারে প্ররোচিত করে এমর্মে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. 'অতঃপর শয়তান আদম ও তার স্ত্রীকে প্ররোচিত করলো, যেন তাদের যে অংশ আচ্ছাদিত ছিল তা তারা উন্মুক্ত করে' *(আরাফ : ৭/২০)*।

নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা মানুষকে কুলষিত করে মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ 'নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা কোন বস্তুর শুধুমাত্র কদর্যতাই বাড়িয়ে দেয়। আর লজ্জা কোন জিনিসের সৌন্দর্যতাই বাড়িয়ে দেয়'।[২১]

এছাড়াও মানুষ যখন কাম রিপুর গোলাম হয়ে অবৈধ ও অশ্লীলতার প্রতি আগ্রহশীল হবে তখন ব্যাভিচার ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়বে। যার ফলে দুনিয়াতে নতুন নতুন রোগ-ব্যাধীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِى قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِى لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِى أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِى أَيْدِيهِمْ. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

২১. ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৫; তিরমিযী হা/১৯৭৪; আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/২৫৫; মিশকাত হা/৪৮৫৪।

‘হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকেদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোন জাতি ওযন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠি চতুস্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহ’লে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাশীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহ্‌র কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন’।[২২] অন্যত্র তিনি বলেন, مَا ظَهَرَ فِيْ قَوْمٍ الرِّبَا وَالزِّنَا إِلاَّ أَحَلُّوْا بِأَنْفُسِهِمْ عِقَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. ‘যখন কোন সম্প্রদায়ে বা কোন জনপদে সূদ ও ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে, তারা নিজেরা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে অবধারিত করে নিবে’।[২৩] ‘যখন কোন সমাজে ব্যাপক ভাবে ব্যাভিচার প্রকাশ পাবে তখন তাদের মাঝে চিকিৎসার অনুপযোগী ব্যাধিসহ মহামারী আকারে রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পাবে’ *(মুয়াত্তা)*।

সমকামিতা একটি ঘৃণ্য অপরাধ এবং কবীরা গুনাহ। এই পাপের কারণেই বর্তমান পৃথিবী এইডস-এর মত মরণ ব্যধিতে ভরে গেছে। এটাই আল্লাহর গযব। এ অপরাধের কারণে বিগত যুগে আল্লাহ তা‘আলা কওমে লূতকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন *(আ‘রাফ ৭/৮০-৮৪; হিজর ১৫/৭২-৭৬)।* এর শাস্তি হ’ল সমকামীদের উভয়কে হত্যা করা।

ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা যাকে লুৎ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মত পুরুষে পুরুষে অপকর্ম করতে দেখবে তাদের

২২. ইবনু মাজাহ হা/৪০১৯; ছহীহুল জামি‘ হা/৭৯৭৮।
২৩. আহমাদ হা/৩৮০৯; ছহীহুল জামি‘ হা/৫৬৩৪।

উভয়কে হত্যা করো’।[২৪] তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা‘আলা কওমে লূতের ন্যায় অপকর্মকারীদের প্রতি লা‘নত করেছেন, তিনি এ কথাটি তিনবার বললেন’।[২৫]

নারী-পুরুষ অবৈধ যৌন মিলনে সিফিলিস, প্রমেহ, গণরিয়া, এমনকি এইডসের মত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যে সমস্ত বিবাহিতা নারীর দেহে অস্ত্রপচার করা হয়, তাদের শতকরা ৭৫ জনের মধ্যেই সিফিলিসের জীবাণু পাওয়া যায়।[২৬]

সিফিলিস রোগে আক্রান্ত রোগী সুচিকিৎসা গ্রহণ না করলে মারাত্মক সব রোগের সৃষ্টি হয়। এইডস রোগের ভাইরাসের নাম এইচ. আই. ভি (HIV)। এ ভাইরাস রক্তের শ্বেত কণিকা ধ্বংস করে। এ রোগ ১৯৮১ সালে প্রথম ধরা পড়ে এবং ১৯৮৩ সালে একজন ফরাসী বিজ্ঞানী এইচ. আই. ভি ভাইরাসকে এই রোগের কারণ হিসাবে দায়ী করেন।[২৭]

এই ভয়ঙ্কর রোগটি Accrued Immune Deficiency Syndrome (AIDS) (একোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিড্রম) আরবীতে বলা হয়, انهيار وسائل الدفاع الطبيعية فى الجسم ‘দেহে অর্জিত শরীর সুরক্ষিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বিলুপ্ত হওয়া’। ১৯৮১ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা এ রোগের খবর পেলেন। ডাঃ রবার্ট রেডিফিল্ড বলেন, AIDS is a sexully transmitted disease. অর্থাৎ এইডস হচ্ছে যৌন অনাচার থেকে সৃষ্ট রোগ।

রেডফিল্ড বলেন, ‘আমাদের সমাজের (মার্কিন সমাজের) অধিকাংশ নারী-পুরুষের নৈতিক চরিত্র বলতে কিছুই নেই। কম বেশী আমরা সকলেই ইতর রতিঃপ্রবণ মানুষ হয়ে গেছি। এইডস হচ্ছে স্রষ্টার তরফ থেকে আমাদের উপর শাস্তি ও অন্যদের জন্য শিক্ষাও বটে’।

২৪. তিরমিযী হা/১৪৫৬; আবূদাউদ হা/৪৪৬২; মিশকাত হা/৩৫৭৫।
২৫. আহমাদ হা/২৯১৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪৬২।
২৬. Dr. Lowry, Her self P-204.
২৭. কারেন্ট নিউজ, ডিসেম্বর ২০০১ সংখ্যা, পৃঃ ১৯।

ডাঃ মুহাম্মাদ মনসুর আলী বলেন, বর্তমান কালের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাধি এইচ, আই, ভি। এই মরণ ব্যাধির উৎপত্তি এবং বিস্তারের কারণ হিসাবে দেখা গেছে কাম রিপুর কুপ্রভাব। যার ফলে চরম অশ্লীলতা, যৌন বিকৃতি ও কুরুচিপূর্ণ সমকাম ও বহুগামীতার মত পশু সুলভ যৌন আচরণের উপস্থিতি। শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ সমকামী এবং বহুগামী পুরুষ ও মহিলাদের মাধ্যমে এইডস সমগ্র বিশ্বে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। ডাঃ হিরোশী নাকজিমা বলেন, জনসাধারণের মধ্যে এইডস বিস্তার লাভ করলে সমগ্র মানবজাতির বিলুপ্তি ঘটতে পারে।[২৮]

অথচ মহান আল্লাহ সতর্ক করে বলেন, فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ 'তাদের দুস্কর্ম তাদেরকে বিপদে ফেলেছে, এদের মধ্যে যারা পাপী তাদেরকেও অতি সত্তর তাদের দুস্কর্ম বিপদে ফেলবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না *(জুমার ৩৯/৫১)*। অন্যত্র বলেন, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ 'আপনি বলুন, তিনি তোমাদের উপর থেকে অথবা নীচে থেকে তোমাদের ওপর আজাব পাঠিয়ে দিতে সক্ষম' *(আনআম ৬/৬৫)*।

নিশ্চয়ই এই এইডস নামক শাস্তি যা বর্তমান বিশ্বকে ঘিরে রেখেছে তাতে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি ও বেদনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বেই হাজার বার হত্যা করে থাকে। জিম শ্যালী'র মতে, এইডস মানুষকে ধীরে ধীরে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে।

এই সকল বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে মানব জাতিই প্রকৃত দায়ী। আমাদের কৃতকর্মের জন্যই আজ এই বিপর্যয় এসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. 'স্থলে ও পানিতে মানুষের কৃতকর্মের জন্য বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে,

২৮. The New Straits Jimes, (Kualalampur, Malaysia, 23 june 1988), P-9.

আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান যাতে তারা ফিরে আসে' *(আর-রূম ৩০/৪১)*। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا ظَهَرَ السُّوءُ فِى الارْضِ أَنْزَلَ اللهُ بأْسَهُ بِأَهْلِ إِذَا ظَهَرَ السُّوْءُ فِيْ الْأَرْضِ أَنْزَلَ اللهُ بَأْسَهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ وَإِنْ كَانَ فِيْهِمْ قَوْمٌ صَالِحُوْنَ يُصِيْبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ ومَغْفِرَتِهِ .

'পৃথিবীতে যখন অশ্লীল কাজ বেশী বেশী প্রকাশ পায়, তখন আল্লাহ দুনিয়ার অধিবাসীর প্রতি দুঃখ-দুর্দশা ও হতাশা নাযিল করেন। আর তাদের মধ্যে পুণ্যবান লোক থাকলে তাদের উপরেও ঐ শাস্তি আপতিত হয়, যা অন্যদের উপরে আসে। অতঃপর তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও ক্ষমার দিকে ফিরে আসে'।[২৯]

১৯৮৫ ইংরেজী অপর এক পরিসংখানে বলা হয়েছে : **১৪,৭৩৯** জন এইডস রোগে আক্রান্ত রুগীর মধ্যে **১০৬৫৩** জন রুগীই পুরুষ সমকামী অর্থাৎ লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায় যে ব্যভিচার করেছিল, মহিলাদের বাদ দিয়ে পুরুষে-পুরুষে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ.

'আমি লূতকে প্রেরণ করেছি, যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বের কেউ করেনি? তোমরা তো নারীদের ছেড়ে কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ' *(আরাফ ৭/৮০-৮১)*।

অন্যত্র বলেন, أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ 'সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুকর্ম কর? আর তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে

২৯. ছহীহুল জামি' হা/৬৮২।

স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন কর। বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়'*(আশ-শুয়ারা ২৬/১৬৫-১৬৬)*।

নিকৃষ্টতার বিনিময় নিকৃষ্ট হয় এসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ 'যারা নিকৃষ্ট বস্তু অর্জন করেছে তার বদলাও সেই পরিমাণ নিকৃষ্ট এবং অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। তাদেরকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে এমন কেউ নেই' *(ইউনুস ১০/২৭)*।

বর্তমান দুনিয়ায় পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, এমন কি আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে যে অশান্তি বিরাজমান রয়েছে তার কারণ হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মানব জীবনকে পরিচালনা না করার কুফল। অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি এবং বিভিন্ন জটিল, দুরারোগ্য ও ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হল মহান আল্লাহর প্রেরিত পবিত্র কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ ও যাবতীয় বিধি নিষেধ যথাযথ ভাবে পালন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহান আদর্শ জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরিগ্রহণ ও বাস্তবায়ন। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তেমাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য কর। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয় স্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে না' *(আশ-শুরা ৪২/৪৭)*।

বিশ্বের এই মহা দূর্যোগের সময় ইসলামের এই ধ্রুব সত্য ও হুশিয়ারী বাণী উপলব্ধি করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এইডস প্রতিরোধে ধর্মীয় অনুশাসনের গুরুত্ব অনুধাবন করতে বাধ্য হয়েছে। তাই WHO এ মর্মে ঘোষণা করেছেঃ Nothing can be more helful in this preventive effort than religious teachings and the adoption of proper and decent behavior as advocated and urged by all divine religions. অর্থাৎ, 'এইডস প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় ধর্মীয় শিক্ষাদান এবং যথাযথ নির্মল আচরণ প্রবর্তনের চেয়ে আর কোন কিছুই

অধিক সহায়ক হতে পারে না যার প্রতি সকল ঐশ্বরিক ধর্মে সমর্থন প্রদান ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে'।[৩০]

কাম রিপু নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায়, লজ্জা ও পর্দা করা :

কাম রিপুকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা জাগিয়ে অবাধ যৌনাচার থেকে বিরত রাখার মধ্যেই রয়েছে প্রতিবিধান। চরিত্রের উত্তম গুণাবলী দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে আল্লাহ্র সাহায্যে কাম রিপুর প্রতিরোধ গড়ে তোলতে হবে। আর তা হ'ল পর্দার অনুশাসন। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা প্রতিহত করতেই নারীর জন্য পর্দা ফরয করা হয়েছে। নির্দিষ্ট কয়েকজন পুরুষ ব্যতীত অন্যান্য পুরুষের সংগে নারীর দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা মহান আল্লাহ্র চূড়ান্ত বিধান। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

'মুমিনা নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের আপন দৃষ্টি সংযত রাখে, আপন লজ্জাস্থান রক্ষা করে চলে, প্রকাশ না করে তাদের বেশ-ভূষা এবং অলংকার ততটুকু ব্যতীত, যতটুকু সাধারণতঃ প্রকাশমান এবং আপন চাদর গলা ও বুকের উপর জড়িয়ে দেয় এবং প্রকাশ না করে তাদের সাজ-সজ্জা তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের পুত্র, স্বামীর পুত্র, সহোদর ভাই, ভাইয়ের পুত্র, ভাগিনা অথবা তাদের নারীগণ, তাদের অধীনস্থ গোলাম অথবা কামপ্রবৃত্তিহীন

৩০. The role of Religion and ethics in the prevention and control of AIDS. Page 3, Para 9, Published by WHO.

গোলাম অথবা সেই সকল শিশু যারা নারীর গোপন বিষয় সম্পর্কে জানে না এদের নিকট ব্যতীত। আর নারীরা যেন তাদের পা এমন জোরে না ফেলে, যা দ্বারা তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ পায়। হে মুমিনগণ! তোমরা সবায় আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' *(নূর ২৪/৩১)*।

মহিলাদের যেরূপ পর পুরুষ হ'তে পর্দা করা ফরয, তেমনি পুরুষদেরও বেগানা মহিলা হ'তে পর্দা করা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর এটাই তাদের জন্য উত্তম। বস্তুতপক্ষে তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(নূর ২৪/৩০)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা যখন তাদের (মহিলাদের) নিকট কোন বস্তু চাইবে তখন পর্দার বাইরে থেকে চাইবে। কেননা এটি তোমাদের ও তাদের অন্তর সমূহের জন্য পবিত্রতর' *(আহযাব ৩৩/৫৩)*।

পুরুষের পর্দার বিধানের আয়াত প্রথমে এসেছে। আর পুরুষের দৃষ্টি সংযত রাখার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে বলেন, 'হে আলী! তুমি দৃষ্টির ওপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য ক্ষমা। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়'।[৩১] পুরুষ তার দৃষ্টি সংযত ও নারী সমস্ত শরীর ঢেকে রাখবে। যখন কোন মুমিন নারী বাড়ীর বাহিরে যাবেন তখন কিভাবে বের হবেন সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ. 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের বড় চাদরের কিয়দংশ নিজের উপর টেনে দেয়' *(আহযাব ৩৩/৫৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ... 'মুমিনা নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের আপন দৃষ্টি সংযত রাখে, আপন লজ্জাস্থান রক্ষা করে চলে, প্রকাশ না করে তাদের বেশ-ভূষা এবং অলংকার ততটুকু ব্যতীত, যতটুকু সাধারণতঃ প্রকাশমান এবং আপন চাদর গলা ও বুকের উপর

৩১. আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১১০।

জড়িয়ে দেয়'... *(নূর ২৪/৩১)*। পাতলা কাপড় পরিধান করে নারীদের চলাফেরা করা নিষেধ। 'আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা বলেন, আসমা বিনতে আবী বকর (রাঃ) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا. وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. 'হে আসমা! নারী যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন তার এটা ওটা ব্যতীত প্রকাশ করা বৈধ নয়। তিনি চেহারা ও দু'কব্জির দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন'।[৩২]

আর মুখমন্ডল খোলা রেখে নারীরা চলাফেরা করলে তা পুরুষের জন্যে ফেৎনার আশংকা রয়েছে। 'আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, (বিদায় হজ্জের দিন তার ভাই) ফযল রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে সওয়ারীতে বসে ছিল। অতঃপর খাছ'আম গোত্রের একটা মহিলা আসল। ফযল তার দিকে তাকাতে শুরু করল এবং মহিলাটিও ফযলের দিকে তাকাচ্ছিল। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) ফযলের মুখমন্ডল অন্যদিকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন'।[৩৩]

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাটির মুখ খোলা ছিল এবং তা পুরুষের জন্যে ফেৎনার কারণ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। তবে হ্যাঁ যদি কোন বিধর্মী বা বেপর্দা মহিলা সামনে এসে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবে।

ইমাম মুসলিম ও আবূদাঊদ জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজিলী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ وفي رواية قال فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِيْ. 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন, তোমার চক্ষু ফিরিয়ে নিবে'।[৩৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে,'আমাকে তিনি নির্দেশ দিলেন আমার

৩২. আবূ দাঊদ হা/৪১০৬; মিশকাত হা/৪৩৭২, সনদ ছহীহ।
৩৩. বুখারী হা/১৫১৩; মুসলিম হা/১৩৩৪, আবুদাঊদ হা/১৮১১; নাসাঈ হা/২৬১৩।
৩৪. বুখারী হা/২; আবুদাঊদ হা/২১৫০।

চক্ষু ফিরিয়ে নিতে'।[৩৫] সুতরাং পর্দা করে ইসলামী অনুশাসন পালনের মধ্যে যথাবিহীত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনপ্রকার চ্যালেঞ্জ চলেনা। আমরা যতই কুট কৌশল করে হারামকে হালাল বানানোর পথকে সুগম করি না কেন, আল্লাহ হলেন সর্বোত্তম সুকৌশলী। রিপুর তাবেদারী মানুষকে ইহকালিন শান্তি ও পরোকালিন মুক্তি দিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষকে সোচ্চার হতে হবে। সকলের মাঝে আল্লাহভীতি ও স্ব স্ব মূল্যবোধের ধারনা দিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নচেৎ আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

সুতরাং কাম রিপু মানুষের জন্যে এক চরম শত্রু। পারিপার্শ্বিক ও বহিঃজগতের যেকোন শত্রু এর কাছে হার মানতে বাধ্য। জাগতিক জীবনে যারা এ কাম শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারাই প্রকৃত প্রস্তাবে যৌবন জীবনে লাভ করেছে সুখ, সমৃদ্ধি ও আদর্শ সংসার জীবন। কাম রিপু প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে থাকতে হবে কিন্তু তা হবে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করি, সুখী-সুন্দর জীবন গড়ি!

৩৫. মুসলিম হা/২১৫৯।

ক্রোধ রিপু

Anger (Sanskrit : Krodha)

ক্রোধ মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য ষড়রিপুর অন্যতম। ক্রোধ শব্দের প্রতিশব্দ হ'ল রাগ বা রোষ। কেবল মানুষই নয় প্রাণী মাত্রই ক্রোধ আছে। ক্রোধ শক্তি একজন মানুষকে অন্যজন থেকে আলাদা হতে সহায়তা করে। তবে ক্রোধের রয়েছে বহুবিধ চেহারা ও প্রকৃতি। সৎকুলের ন'টি গুণ রয়েছে। গুণগুলো হ'ল-আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা ও দান। আসলে ক্রোধান্ধ একজন মানুষের পক্ষে বোধকরি উপরে বর্ণিত ন'টি গুণের একটিতেও সফল হওয়া সম্ভব নয়। কারও মধ্যে এ গুণগুলো অনুপস্থিত থাকলে প্রকৃত প্রস্তাবেই সে আসল মানুষ হতে পারে না। ক্রোধান্ধ মানুষের বিবেক বুদ্ধি থাকলেও তা সে কাজে লাগাতে ব্যর্থ। কিন্তু ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তার মধ্যে শিষ্টাচার, ভদ্রতা, বিদ্যা, আত্মপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সফলতা অর্জিত হতে পারে। তবে কথায় বলে-'রাগ আছে যার, বাগ আছে তার'। আসলে কথাটি বিশেষভাবে অর্থবহ। কারণ মানুষের রাগ থাকাটাই স্বাভাবিক বা স্বভাবজাত বিষয়। তাই মানুষকে রাগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও রাখতে হবে। এ রাগ রাগান্ধ রাগ নয়। রাগান্ধ রাগ বা ক্রোধ মানব জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও কল্যাণে অপতিদ্বনিদ্ব শত্রু বলে বিবেচিত হয়।

ক্রোধ দমনে কল্যাণ ও বীরত্ব :

ক্রোধ অত্যন্ত নিন্দনীয় আচরণ ও মানুষের খারাপ গুণের অন্যতম। ইহা নিয়ন্ত্রণে রাখা অতীব যরূরী। রাগের কারণে মানুষ যে কোন অন্যায় করতে পারে। আর রাগ আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। কোন মানুষ যখন রাগান্বিত হয়ে উঠে, তখন তার আপাদমস্তক এমনকি শিরা-উপশিরায় এমন উত্তেজনা বিরাজ করে, যেন সে একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। একারণে রাগান্বিত অবস্থায় সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে এবং ন্যায়-নীতির সীমা অতিক্রম করে ফেলে। এ কারণেই ইসলামী শরী'আত ক্রোধকে মন্দ স্বভাব বলে আখ্যায়িত করেছে। সৃষ্টির উপাদানগত বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে

মানব শরীরে রাগ আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু রাগ একটি ক্ষতিকর অভ্যাস, তাই একে সংবরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

রাগ দমন করা মুত্তাক্বীর গুণের অন্যতম। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করে, ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে' *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*। অন্যত্র তিনি মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলেন, 'যখন তারা ক্রুদ্ধ হয় তখন ক্ষমা করে' *(শূরা ৪২/৩৭)*। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لاَ تَغْضَبْ. 'তুমি রাগ করো না। সে লোকটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করল। তিনি বললেন, 'তুমি রাগ করো না'।[৩৬] ইবনু ওমর (রাঃ) রাসূলকে বলেন, কিসে আমাকে আল্লাহ্র ক্রোধ থেকে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, তুমি ক্রোধ প্রকাশ করবে না'।[৩৭]

ক্রোধ সংবরণের ক্ষেত্রে নিম্নের হাদীছটি সুস্পষ্ট। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে প্রতিপক্ষকে মোকাবেলায় পরাভূত করে। বস্তুত সেই প্রকৃত বীর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে'।[৩৮]

ক্রোধ দমনের পদ্ধতি ও ফযীলত :

রাগ দমনের পদ্ধতি সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। দাঁড়ানো অবস্থায় ক্রোধ হলে বসে পড়তে হবে। তাতেও ক্রোধ দমন না হলে শুয়ে পড়তে হবে। এ হাদীছটি ক্রোধ সংবরণের কৌশল হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وإِلاَّ فَلْيَضْطَجِعْ. 'যখন তোমাদের কেউ ক্রুদ্ধ হবে, তখন দাঁড়িয়ে থাকলে সে যেন বসে যায়। এতেও যদি তার রাগ দূর না হয় তাহ'লে সে যেন শুয়ে পড়ে'।[৩৯]

৩৬. বুখারী হা/৬১১৬; মুসলিম হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১০৪।
৩৭. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৯৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৭৪৭।
৩৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৫১০৫।
৩৯. আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ হা/৪৭৮২, মিশকাত, হা/৫১১৪, হাদীছ ছহীহ।

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ. 'যখন তুমি ক্রুদ্ধ হবে তখন চুপ থাকবে'।[৪০]

ক্রোধ সংবরণ করার প্রতিদান হিসাবে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ রাগ দমনকারীকে নিজের ইচ্ছেমত হূর পছন্দ করার ইখতিয়ার দিবেন। এ সম্পর্কে রাসূসুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ أَنْ يُنَفِّذَهُ، دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِيْ أَيِّ الْحُوْرِ شَاءَ. 'যে ব্যক্তি বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রাগ চেপে রাখে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টজীবের সামনে তাকে আহবান করে যে কোন হূর নিজের জন্য পসন্দ করার অধিকার দিবেন'।[৪১]

ক্রোধের ঢোক গিলে ফেলার চেয়ে অধিক আর কোন মর্যাদা নেই। রাসূল (ছাঃ) এ সম্পর্কে বলেন, 'কোন বান্দা আল্লাহর সন্তোষ লাভের আকাংখায় ক্রোধের ঢোক গলধঃকরণ (সংবরণ) করলে, আল্লাহর নিকট ছওয়াবের দিক থেকে তার চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ কোন ঢোক আর নেই'।[৪২] অন্যত্র এসেছে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন ব্যক্তির রাগ দমন করার চেয়ে আল্লাহর নিকট বড় প্রতিদান আর নেই'।[৪৩]

রাগ দমনকারীর পুরস্কার হিসাবে জান্নাত অবধারিত। হাদীছের এক বর্ণনায় এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, 'তুমি রাগ প্রকাশ করবে না, তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে'।[৪৪]

৪০. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৩২০; সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৭৫, হাদীছ ছহীহ লি-গায়রিহি।
৪১. আবূদাঊদ হা/৪৭৭৭; ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৬; তিরমিযী হা/২০২১; সিলসিলা ছহীহা হা/১৭৫০, মিশকাত হা/৫০৮৮; হাদীছ ছহীহ।
৪২. ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৯; আহমাদ হা/৬১১৪; মিশকাত হা/৫১১৬।
৪৩. ইবনু মাজাহ, হা/৪১৮৯, আহমাদ, মিশকাত হা/৫১১৬, হাদীছ ছহীহ।
৪৪. ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/২৩৫৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৭৪৯।

ক্রোধ দমনের দো'আ :

ক্রোধ মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। 'ক্রোধকে সকল অনিষ্টের মূল বলা হয়েছে'।[৪৫] এটি মানুষের জীবনে অনেক বিপদ ডেকে আনে। আবু আব্দুল্লাহ আস-সাজী (রহঃ) বলেন, 'যখন কোন অন্তরে ক্রোধ প্রবেশ করে, তখন তার অন্তর থেকে তাক্বওয়া দূর হয়ে যায়। মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন সে যা ইচ্ছা তাই করে ফেলে। ফলে তার মধ্যে পরহেযগারিতা অবশিষ্ট থাকে না'।[৪৬]

সুতরাং এই ক্রোধ থেকে সর্বদা বেঁচে থাকতে হবে। পরহেযগারিতা টিকিয়ে রাখতে হলে রাগ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং শয়তান থেকে পানাহ চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দু'ব্যক্তি ঝগড়া করার সময় একজনের রাগান্বিত হওয়া ও চেহারা লাল হয়ে যাওয়া দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنِّيْ لَأَعْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِيْ يَجِدُ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. 'আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে তা বলে তাহ'লে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সেটি হ'ল- 'আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম'- 'আমি বিতাড়িত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি'।[৪৭]

ক্রোধ সংবরণে বিনম্রতা :

মন্দকে মুকাবিলা করতে হবে উত্তম দ্বারা। মহান আল্লাহ এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন, وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ 'ভাল ও মন্দ সমান হ'তে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا، وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا 'তোমরা নম্র হও, কঠোর হয়ো না। শান্তি দান কর, বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না'।[৪৮]

---

৪৫. আহমাদ হা/২৩২১৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৭৪৬।

৪৬. হিলয়াতুল আউলিয়া ৯/৩১৭।

৪৭. বুখারী হা/৬১১৫; মুসলিম হা/২৬১০ 'সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে তার ফযীলত ও কিসের দ্বারা রাগ দূরীভূত হয়' অনুচ্ছেদ।

৪৮. বুখারী হা/৬১২৫।

ক্রোধকে সংবরণ করতে হবে বিনম্রতার মাধ্যমে। এসম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ 'মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমরা সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত' *(মুমিনূন ২৩/৯৬)*। মানুষের সাথে আচার-আচরণে নম্রতা অবলম্বনের বিষয়ে মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ .

'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধীর-স্থিরতা ও নম্রতা অবলম্বন পূর্বক সংযত হয়ে চলাফেরা করার জন্য মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে, وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ– 'সংযত হয়ে চলাফেরা করো এবং তোমার কণ্ঠস্বরকে সংযত রাখো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর' *(লোক্বমান ৩১/১৯)*।

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. 'তুমি তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হও' *(শু'আরা ২৬/২১৫)*।

মহান আল্লাহ নরম হৃদয় ও আল্লাহর উপর ভরসাকারীকে ভালবাসেন। তিনি বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ . 'আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হ'তে, তবে তারা তোমার আশপাশ হ'তে দূরে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর ভরসা কর। ভরসাকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

ক্রোধ সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং যা কিছু বলার তা বিনয়ের সাথে বলতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتِ اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ . فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ .

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইহুদীরা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, 'আসসামু আলাইকা' 'আপনার মৃত্যু হোক'। উত্তরে তিনি বললেন, ওয়ালাইকুম। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমাদের মৃত্যু হোক, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অভিশম্পাত বর্ষণ করুন এবং তোমাদের উপর রুষ্ট হোন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আয়েশা! থাম, নম্রতা অবলম্বন করো, কঠোরতা ও অশালীনতা পরিহার করো'।[৪৯]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِىْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ 'আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি অহী করেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিনয় প্রদর্শন করবে, যাতে কেউ কারো উপর বাড়াবাড়ি ও গর্ব না করে'।[৫০]

আল্লাহ বিনয়ী স্বভাবের মানুষদের পছন্দ করেন ও তাদের প্রশংসা করে বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَماً، وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً، وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً، إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً -

'দয়াময় আল্লাহর বান্দা তো তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম'।

৪৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়।

৫০. মুসলিম হা/২৮৬৫; আবুদাঊদ হা/৪৮৯৫; ছহীহুল জামে' হা/১৭২৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৭০।

আর যারা রাত্রি অতিবাহিত করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত থেকে ও দন্ডায়মান হয়ে এবং যারা বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, নিশ্চয়ই এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ। নিশ্চয়ই তা অবস্থান ও আবাসস্থল হিসাবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট' *(ফুরক্বান ২৫/৬৩-৬৬)*। বিনয় ও নম্রতা মুমিনের গুণাবলীর অন্যতম মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ 'মুমিন ব্যক্তি নম্র ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে পাপী মানুষ ধূর্ত ও চরিত্রহীন হয়'।[৫১]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ. 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকের সংবাদ দিব না? আর তারা হ'ল সরলতার দরুণ দুর্বল, যাদেরকে লোকেরা হীন, তুচ্ছ ও দুর্বল মনে করে। তারা কোন বিষয়ে কসম করলে আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সংবাদ দিব না? আর তারা হ'ল প্রত্যেক অনর্থক কথা নিয়ে ঝগড়াকারী বদমেযাজী ও অহংকারী'।[৫২]

বিনয়ী, কোমলতা ও নম্রতা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক গুণ বিশেষ। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কোমল, তিনি কোমলতাকে ভালবাসেন। আর তিনি কোমলতার প্রতি যত অনুগ্রহ করেন, কঠোরতা বা অন্য কোন আচরণের প্রতি ততটা অনুগ্রহ করেন না'[৫৩]। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছেন, 'কোমলতা নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা হ'তে নিজেকে বাঁচাও। কারণ যাতে নম্রতা ও কোমলতা থাকে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়। আর যাতে কোমলতা থাকে না, তা দোষণীয় হয়ে পড়ে'।[৫৪]

৫১. তিরমিযী হা/১৯৬৪; মিশকাত হা/৫০৮৫।

৫২. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৬।

৫৩. মুসলিম হা/২৫৯৩; মিশকাত হা/৫০৬৮।

৫৪. মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৬৮।

বিনয় ও নম্রতার উপকারিতা অনেক বেশী। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ. 'হে আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা নম্র ব্যবহারকারী। তিনি নম্রতা পসন্দ করেন। তিনি নম্রতার দরুন এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার দরুন দান করেন না; আর অন্য কোন কিছুর দরুনও তা দান করেন না'।[৫৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ 'যে বান্দাহ আল্লাহ্র জন্য বিনীত হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন'।[৫৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, اللَّهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ. 'হে আল্লাহ! যে আমার উম্মাতের কোনরূপ কর্তৃত্বভার লাভ করে এবং তাদের প্রতি রূঢ় আচরণ করে তুমি তার প্রতি রূঢ় হও, আর যে আমার উম্মাতের উপর কোনরূপ কর্তৃত্ব লাভ করে তাদের প্রতি নম্র আচরণ করে তুমি তার প্রতি নম্র ও সদয় হও'।[৫৭]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَىِّ حُلَلِ الإِيْمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا. 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিনয়বশত মূল্যবান পোশাক পরিধান ত্যাগ করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং ঈমানের পোশাকের মধ্যে যে কোন পোশাক পরার অধিকার দিবেন'।[৫৮]

বিনয় ও নম্রতার উপকারিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِىَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ

৫৫. মুসলিম হা/২৫৯৩; মিশকাত হা/৫০৬৮।
৫৬. মুসলিম হা/২৫৮৮।
৫৭. মুসলিম হা/১৮২৮; মিশকাত হা/৩৬৮৯।
৫৮. তিরমিযী হা/২৪৮১; ছহীহাহ হা/৭১৮।

حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. 'যাকে নম্রতার কিছু অংশ প্রদান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যাণের অংশ প্রদান করা হয়েছে। আর যাকে সেই নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট কল্যাণ হ'তে বঞ্চিত করা হয়েছে'।[৫৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন গৃহবাসীকে ভালবাসেন, তখন তাদের মাঝে নম্রতা প্রবেশ করান'।[৬০] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم ولا منعوه إلا ضرهم 'আল্লাহ কোন গৃহবাসীকে নম্রতা দান করে তাদেরকে উপকৃতই করেন। আর কারো নিকট থেকে তা উঠিয়ে নিলে তারা ক্ষতিগ্রস্থই হয়'।[৬১] তিনি আরো বলেন, إن الله عز وجل ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أحب الله عبدا أعطاه الرفق، ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا حرموا الخير 'নিশ্চয়ই আল্লাহ নম্রতার মাধ্যমে যা দান করেন, কঠোরতার কারণে তা করেন না। আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালবাসলে তাকে নম্রতা দান করেন। কোন গৃহবাসী নম্রতা পরিহার করলে, তারা কেবল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়'।[৬২]

আল্লাহ তা'আলা বিনয়ীদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। তিনি আরো বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ 'আমি কি তোমাদেরকে জানাব না যে, কারা জাহান্নামের জন্য হারাম বা কার জন্য জাহান্নাম হারাম করা হয়েছে? জাহান্নাম হারাম আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী প্রত্যেক বিনয়ী ও নম্র লোকের জন্য'।[৬৩]

৫৯. তিরমিযী হা/২০১৩; মিশকাত হা/৫০৭৬; ছহীহাহ হা/৫১৯।
৬০. ছহীহুল জামে' হা/৩০৩, ১৭০৩; সিলসিলা ছহীহা ২/৫২৩।
৬১. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৪২।
৬২. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৬৬৬।
৬৩. তিরমিযী হা/২৪৮৮; ছহীহাহ হা/৯৩৮।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিনয় ও নম্রতার দৃষ্টান্ত অনুপম পাওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. 'একবার এক আরব বেদুঈন মসজিদে প্রস্রাব করে দিল। তখন লোকজন তাকে শাসন করার জন্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, তাকে প্রস্রাব করতে দাও এবং তার প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কারণ তোমাদেরকে নম্র ব্যবহারকারী হিসাবে পাঠানো হয়েছে, কঠোর ব্যবহারকারী হিসাবে নয়'।[৬৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অভূতপূর্ব বিনয়-নম্রতায় বেদুঈন এতটাই বিমুগ্ধ হ'ল যে, সে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কবুল করল এবং ছালাতে দাঁড়িয়ে দো'আ করতে লাগল যে, اللَّهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا 'হে আল্লাহ! আমার ও মুহাম্মাদের প্রতি দয়া করো এবং আমাদের সঙ্গে আর কারো প্রতি দয়া করো না'।

সালাম ফিরানোর পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا 'তুমি একটি প্রশস্ত বিষয় সংকুচিত করলে অর্থাৎ আল্লাহর অসীম অনুগ্রহকে সংকুচিত করে ফেললে'।[৬৫]

একজন মুসলমানের উচিত রাগান্বিত অবস্থায় সর্বোচ্চ ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া। ক্রোধ দূর করতে হলে হতে হবে বিনয়ী। কারা বিনয়ী সে সম্পর্কে আবূ যায়েদ বিসত্বামী (রহঃ) বলেন, هو أن لا يرى لنفسه مقامًا ولا حالاً، ولا يرى في الخلق شرًا منه 'বিনয়ী হ'ল নিজের জন্য কোন অবস্থান মনে না করা এবং সৃষ্টি জগতে নিজের চেয়ে অন্যকে অবস্থান ও অবস্থায় নিকৃষ্ট মনে না করা'। এছাড়া ইবনু আতা বলেন, هو قبول الحق ممن كان العز في التواضع، فمن طلبه في الكبر

৬৪. বুখারী হা/৬১২৮, ৬০২৫; মুসলিম হা/১৮৪।
৬৫. বুখারী হা/৬০১০।

فهو كطلب الماء من النار 'যে কোন ব্যক্তি থেকে সত্যকে গ্রহণ করা। সম্মান হ'ল নম্রতায়। যে ব্যক্তি অহংকারে তা তালাশ করবে, তা হবে আগুন থেকে পানি তালাশতুল্য'।[৬৬] বিনয় ও নম্রতা মহান আল্লাহ প্রদত্ত অসংখ্য নে'মতের মধ্যে অন্যতম। মানবীয় যতগুলো মহৎগুণ রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম মহৎগুণ বিনয়।

পরিশেষে, ক্রোধ রিপু মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এটি মানুষের জীবনে অনেক বিপদ ডেকে আনে। আবু আব্দুল্লাহ আস-সাজী (রহঃ) বলেন, যখন কোন অন্তরে ক্রোধ প্রবেশ করে, তখন তার অন্তর থেকে তাক্বওয়া দূর হয়ে যায়। মানুষ যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন সে যা ইচ্ছা তাই করে ফেলে। ফলে তার মধ্যে পরহেযগারিতা অবশিষ্ট থাকে না।[৬৭]

সুতরাং ক্রোধ রিপু মানুষের জন্যে চরম শত্রুও বটে। পারিপার্শ্বিক ও বহিঃজগতের যেকোন শত্রু এর কাছে হার মানতে বাধ্য। তবে এ রিপু প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে থাকতে হবে কিন্তু তা হবে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং হে মানব সমাজ! রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করো, পারিবারিক জীবন ও ভ্রাতৃত্ববোধে সমাজ জীবন গড়ো!

৬৬. হাফিয ইবনুল ক্বাইয়িম জাওযিইয়া, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূতঃ দারুল কিতাবিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ খ্রীঃ), ২/৩১৪ পৃঃ।
৬৭. আবু নাঈম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আউলিয়া (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৭৪), ৯/৩১৭।

লোভ রিপু

Cupidity, Greed (Sanskrit : Lobha)

লোভ হ’ল লিপ্সা বা কাম্য বস্তু লাভের প্রবল ইচ্ছা। বিনা লোভে কোন কাজও হয়না আবার লোভ নেই এমন মানুষও নেই। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যত কাজকর্ম রয়েছে তার প্রতিটির পেছনে নিহীত রয়েছে লোভ। বিনা লোভে পৃথিবীতে কিছুই হয় না। লোভ আছে বলেই মানুষের বেঁচে থাকার স্পৃহা আছে, জাগতিক ও পারলৌকিক আশা-আকাংখা তথা অভিপ্রেত অনুভূতি আছে।

তবে লোভের রকমফের রয়েছে। কথায় বলে-অতি লোভে তাঁতী নষ্ট। আসলে অতি লোভের পরিণাম হিসেবে আসে পাপ এবং পাপের পরিণতি মৃত্যু। পৃথিবীতে মানুষ যে লোমহর্ষক কর্মকান্ড করছে তার মূলে রয়েছে অতি লোভ। লোভ যদি কোন মানুষকে পাইয়ে বসে তখন তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। লোভকে বাস্তবায়ন বা চরিতার্থ করার জন্য মানুষ যে কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করতে পারে। অতি লোভ মানুষকে পাপের সমুদ্রে অবগাহন করিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। বিশেষ করে নারীর লোভ, অর্থ সম্পদের লোভ, সুনাম অর্জনের লোভ ও নেতৃত্ব লাভের লোভই মানুষের জীবনকে চরম ও ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। তখনই লোভ মানব জীবনের বড় রিপু বলে বিবেচিত হয়। আর তাইতো লোকে বলে- ‘লোভে পাপ পাপে মৃত্যু’।

মানুষ যখন লোভের বশীভূত হয়ে পড়ে তখন তার মানবতা, বিবেক, সুবুদ্ধি লোপ পায়। সে স্বপনচারী হয়ে কল্পনার বিশাল রাজ্যের রাজা হয়ে লোভান্ধ হয়। তখনই সে লোভের কলংকিত কালিমায় নিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং সমূহ বিপদ ও ভয়াল সর্বনাশ তাকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু এ লোভকে সংবরণ করে, সংযম করে বা নিয়ন্ত্রণ করে হিতাহিত বোধকে জাগ্রত করে তার জীবন ও জগতের কল্যাণ বিবেচনা করে কাজ চালাতে পারলে সে লোভ তাকে নিতান্ত সুখ স্বর্গে নিক্ষেপ করে। নিয়ন্ত্রিত লোভ পৃথিবীকে সাজিয়ে দিতে পারে অনাবিল আরাম আর কল্যাণময় উন্নতির পুষ্প বাগানে।

লোভ মানুষকে ধ্বংসের দিকে আহ্বান করে। লোভ-লালসা মানুষের অন্তরের মারাত্মক ব্যাধি। সীমাহীন লোভ-লালসা মানুষকে তার সামর্থের বাইরে ঠেলে দেয়। তার বিবেক-বুদ্ধি লোপ করে তাকে দুর্নীতি ও পাপের পথে পরিচালিত করে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, জবরদখল, ঘুষ-দুর্নীতি, মারামারি, হানাহানি, সন্ত্রাস, বোমাবাজি, অপহরণ, গুম, খুনখারাবিসহ অধিকাংশ সামাজিক অনাচার বা বিপর্যয়ের পেছনে লোভ-লালসার বিরাট প্রভাব রয়েছে। লোভীদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ‘আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে, এমনকি মুশরিকদের চাইতেও অধিক লোভী দেখবেন। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ু প্রাপ্তি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ দেখেন যা কিছু তারা করে’(*বাকারাহ ২/৯৬)*।

অর্থ-সম্পদের লোভ :

লোভ মানুষের স্বভাব জাত একটি বৈশিষ্ট্য। অধিক পাওয়ার আকাংখাকে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ উপার্জনের আশা ব্যক্ত করা এই বৈশিষ্টের অন্যতম। প্রত্যেক বান্দার জন্য আল্লাহ রিযিক বণ্টন করে দিয়েছেন। যা থেকে কমবেশী করা হবে না। অতএব পরিমিত ও প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর আরও বেশী পাওয়ার আকাংখাকে দমন করতে হবে। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ– حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ‘অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদের (পরকাল থেকে) গাফেল রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও’ *(তাকাছুর ১০২/১-২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো‘আ করতেন, اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ قُوتًا হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের পরিবারকে পরিমিত রিযিক দান কর’।[৬৮]

---

৬৮. বুখারী হা/৬৪৬০; মুসলিম হা/১০৫৫; মিশকাত হা/৫১৬৪।

অতএব হে লোভী! যখন তুমি মালের পেছনে জীবন শেষ করলে, তখন আখিরাতের জন্য তুমি কখন সময় দিবে? অথচ আল্লাহ বলেন, يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِى أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلأْتُ صَدْرَكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও। তাহ'লে আমি তোমার অন্তর প্রাচুর্য দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। আর যদি তা না কর তাহ'লে তোমার দু'হাত ব্যস্ততা দিয়ে ভরে দিব এবং তোমার অভাব দূর করব না'।[৬৯]

কবি বলেন, وَلاَ تَحْسَبَنَّ الْفَقْرَ مِنْ فَقْرِ الْغِنَى + وَلَكِنْ فَقْرُ الدِّيْنِ مِنْ أَعْظَمِ الْفَقْرِ 'সচ্ছলতা হারানোকে দরিদ্রতা ভেবো না। বরং দ্বীন হারানোই হ'ল সবচেয়ে বড় দরিদ্রতা'।[৭০] নিঃসন্দেহে মালের লোভ সকল শত্রু চেয়ে বড় শত্রু। যা মানুষকে সর্বদা ব্যস্ত রাখে। অথচ তা তার নিজের কোন কাজে লাগে না। যা তাকে আখেরাতের কাজ থেকে বিরত রাখে। অথচ যেটা ছিল তার নিজের জন্য। কেননা অতিরিক্ত যে মাল জমা করার জন্য সে দিন-রাত দৌড়ঝাঁপ করছে, তা সবই সে ফেলে যাবে। কিছুই সাথে নিতে পারবে না, তার নিজস্ব নেক আমলটুকু ব্যতীত। অথচ সে আমল করার মত ফুরছত তার নেই।

কবি হুসাইন বিন আব্দুর রহমান বলেন, الْمَالُ عِنْدَكَ مَخْزُونٌ لِوَارِثِهِ + مَا الْمَالُ مَالُكَ اِلاَّ يَوْمَ تُنْفِقُهُ 'মাল তোমার কাছে জমা থাকে তার ওয়ারিছদের জন্য। আর ঐ মাল তোমার নয়, যতক্ষণ না তুমি তা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করবে'।[৭১] অতএব লোভ হ'ল দু'প্রকারের। ক্ষতিকর লোভ (فـاجع حــرص) যা তাকে আখেরাত থেকে ফিরিয়ে দুনিয়ার কাজে লিপ্ত রাখে। আর কল্যাণকর

৬৯. ইবনু মাজাহ হা/৪১০৭; আহমাদ হা/৮৬৮১; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩১৬৬; মিশকাত হা/৫১৭২।

৭০. ইবনু রজব হাম্বলী (৭৩৬-৭৯৫ হিঃ), মাজমূ 'রাসায়েল ৬৫ পৃ.।

৭১. খতীব বাগদাদী, কিতাবুল বুখালা ২২২ পৃ.।

লোভ (نافــع حــرص) , যা তাকে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে আকৃষ্ট করে ও সেদিকেই ব্যস্ত রাখে।

মালের লোভ হ'ল, যা অবৈধ ও হারাম পথে উপার্জনে প্ররোচিত করে। এটাকে الشُّحُّ বা কৃপণতা বলে। যা নিন্দিত। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'যে ব্যক্তি হৃদয়ের কৃপণতা থেকে বাঁচল, সে সফলকাম হ'ল' *(হাশর ৫৯/৯)*। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, - إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا 'তোমরা কৃপণতা হ'তে বেঁচে থাক। কেননা কৃপণতা তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ধ্বংস করেছে। এ বস্তু তাদের বলেছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে, তখন সে তা করেছে। তাদের বখীলী করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন সে তা করেছে। তাদের পাপ করার নির্দেশ দিয়েছে, তখন সে তা করেছে'।[৭২]

জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ 'এ বস্তু তাদেরকে রক্ত প্রবাহিত করতে প্ররোচিত করে (তখন তারা সেটা করে) এবং তারা হারামকে হালাল করে'।[৭৩]

একদল বিদ্বান বলেন, الشُّحُّ বা কৃপণতা হ'ল الشـــديد الحــــرص 'কঠিন লোভ'। যা তাকে বৈধ অধিকার ছাড়াই তা নিতে প্ররোচিত করে। যেমন অন্যের মাল অবৈধ ভাবে নেওয়া, অন্যের অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা। অন্যের ইযযতের উপর হামলা করা ইত্যাদি।[৭৪]

৭২. আবুদাঊদ হা/১৬৯৮।

৭৩. মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৫।

৭৪. দরসে হাদীছ : মাল ও মর্যাদার লোভ দ্বীনের জন্য নেকড়ে স্বরূপ, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আত-তাহরীক, ১৯ তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা মার্চ ২০১৬।

কৃপণ ব্যক্তি সমাজে বেপরওয়া হয়ে চলা ফেরা করে। সর্বদা উত্তমকে অধম ভেবে সন্দিহানের মধ্যে পতিত থাকে এবং পরিশেষে পতন ঘটে মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى– وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى– فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى– وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى– 'আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না' *(লায়ল ৯২/৮-১১)*।

আর এটা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, যদি বৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জনের পরও মানুষের মনে তৃপ্তি না আসে, তাহলে বুঝতে হবে তার মনে লোভ বাসা বেঁধেছে। তাই বৈধ ও অবৈধ কোন ভাবেই মালের লোভ করা যাবে না। লোভী ব্যক্তি নিজের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। হাতে যা আছে তাতে সুখী না থেকে অন্যায়ভাবে আরও বেশি কিছু পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার আকাংখা ও অন্যের বস্তু আত্মসাৎ করার প্রবণতা ইসলামসম্মত নয়। লোভাতুর দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির জীবনে কখনো শান্তি আসতে পারে না। লোভের বশবর্তী হয়ে কিছু মানুষ ধর্ম-কর্ম ভুলে নিজের জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। লোভ-লালসা মানুষকে অন্ধ করে তার বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে তাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য বিচারের ক্ষমতা নির্মূল করে ফেলে। তাই লোভ মানুষের চরম শত্রু, জীবনের বিনাশ সাধনই এর কাজ। লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রণ ও দমন করতেই হবে, নইলে মানুষের নৈতিকতার বিকাশ, সৎ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন করা সম্ভব হবে না।

নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও মর্যাদার লোভ :

প্রত্যেক লোভাতুর ব্যক্তি মাল অর্জনের সাথে সাথে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব অর্জনে লোভী হয়ে উঠে। যার ফলশ্রুতিতে পরিশেষে মান-মর্যদা ও সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠায় হয়ে উঠে লাগামহীন লোভী। অথচ একজন মুমিন বান্দা কখনো অন্যের সম্পদের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দিতে পারে না। ধন-সম্পদ আহরণ দোষের হয় তখন, যখন অন্যের সম্পদের ওপর লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয় এবং অবৈধ উপায়ে তা হস্তগত করার প্রচেষ্টা করা হয়। ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা ও

খ্যাতি-সম্মান অর্জনের লোভাতুর মানুষ দ্বীনের জন্যে ধ্বংস মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِى غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ– হযরত কা'ব বিন মালেক আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 'দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া অত বেশী ধ্বংসকর নয়, যত না বেশী মাল ও মর্যাদার লোভ মানুষের দ্বীনের জন্য ধ্বংসকর'।[৭৫]

লোভাতুর ব্যক্তি কখনো পরোপকার বা জনকল্যাণকর কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয় না। লোভ-লালসা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন অর্থ-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, পদমর্যাদা, প্রসিদ্ধি ও সুখ্যাতি অর্জনের প্রবল লোভ মানব চরিত্র গঠন ও সংশোধনের পথে বিরাট অন্তরায়। এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা আকাংক্ষা করো না এমন সব বিষয়ে যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের একে অপরের প্রতি শ্রেষ্ঠ্যত্ব দান করেছেন' *(নিসা ৪/৩২)*।

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি মাওকূফ হাদীছ। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় তিনি অনবরত কাঁদছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবু ইয়া'লা, আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর যে জিনিসের ভয় করছি তা হ'ল অবচেতন মনের মাঝে লালিত সুপ্তবাসনা (নেতৃত্বের লোভ) এবং স্পষ্টভাবে লোক দেখানো কাজ। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তোমাদের নেতাদের পক্ষ থেকে ব্যতীত কিছুই দেওয়া হবে না। তারা এমন যে, ভাল কাজের আদেশ দিলেও তা পালিত হয়, আবার মন্দ কাজের আদেশ দিলেও তা পালিত হয়। আর মুনাফিকের অবস্থা কী? মুনাফিক তো আসলে সেই উটের মত, যাকে গলায় রশি পেঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে ফলে রশিতে ফাঁস লেগে সে মারা গেছে। মুনাফিক কখনই মুনাফিকীর ক্ষতি হ'তে নিজকে রক্ষা করতে পারবে না'।[৭৬]

---

৭৫. তিরমিযী হা/২৩৭৬; মিশকাত হা/৫১৮১

৭৬. ইবনুল মুবারক, আয-যুহুদ, পৃঃ ১৬।

মানুষ একটি সংঘবদ্ধ জীব। তাদের নানামুখী প্রয়োজন পূরণে সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন রয়েছে। আর সংঘবদ্ধ হ'লেই সেখানে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একজন নেতা থাকা আবশ্যক। সুতরাং এই সংঘবদ্ধ জীবন যাপনে কেউ না কেহ নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব করবে। যা শারঈ বিধান অনুসারে পরিচালিত হতে হবে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ 'যখন তিন জন ব্যক্তি সফরে বের হবে, তখন যেন তারা তাদের কোন একজনকে আমীর বা দলনেতা বানিয়ে নেয়'।[৭৭]

আবার এই নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া শরীয়ত সম্মত নয় মর্মে হাদীছে এসেছে, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، يْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوْتِ عَلَيْهَا، 'আব্দুর রহমান ইবনু সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে আব্দুর রহমান, তুমি কখনো নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা তুমি যদি চেয়ে নিয়ে তা লাভ কর, তাহ'লে তোমাকে ঐ দায়িত্বের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে (অর্থাৎ তুমি দায়িত্ব পালনে হিমশিম খাবে, কিন্তু কোন সহযোগিতা পাবে না)। আর না চাইতেই যদি তা পাও তাহ'লে তুমি সেজন্য সাহায্যপ্রাপ্ত হবে'।[৭৮]

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। আমার সাথে ছিল আশ'আরী গোত্রের দু'জন লোক। তাদের একজন ছিল আমার ডানে এবং অন্যজন ছিল আমার বামে। তারা দু'জনেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কার্যভার চেয়ে বসল। নবী করীম (ছাঃ) সে সময় মেসওয়াক করছিলেন। আমি তাঁর ঠোঁটের নিচে মেসওয়াক কীভাবে রয়েছে আর ঠোঁট সঙ্কুচিত হয়ে আসছে সে দৃশ্য এখনো যেন দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, হে আবু মূসা বা হে আব্দুল্লাহ বিন কায়েস! ব্যাপার কি? ওদের কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন

৭৭. আবূদাঊদ হা/২৬০৮; আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন
৭৮. বুখারী হা/৭১৪৭; মুসলিম হা/১৬৫২।

তার শপথ, তারা দু'জন যেমন তাদের মনের কথা আমাকে জানায়নি তেমনি এখানে এসে তারা যে কার্যভার চেয়ে বসবে তাও আমি বুঝতে পারিনি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যেসব পদ আমাদের রয়েছে তা যে চেয়ে নেয় আমরা কখনই তাকে সে পদে নিযুক্ত করব না। তবে হে আবু মূসা, আব্দুল্লাহ ইবনু কায়েস! তুমি (অমুক পদে দায়িত্ব পালনের জন্য) যাও। তারপর তিনি তাঁকে ইয়ামান প্রদেশের শাসক করে পাঠালেন'।[৭৯]

মানুষ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পেয়ে নানা ধরনের সুবিধা ভোগ করে, যা কিয়ামতের দিন লজ্জাষ্কর ও গর্হিত কাজে পরিণত হবে মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ .

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য খুব আগ্রহী হবে। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন তা লজ্জা (ও আফসোসের) কারণ হবে। দুধদানকারী হিসাবে (ক্ষমতার দিনগুলোতে নানান সুযোগ সুবিধা ভোগের দিক দিয়ে) ক্ষমতা কতই না ভাল। কিন্তু ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি কতই না নিকৃষ্ট পরিণামবহ'।[৮০] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ক্ষমতা দুধদানকারী পশুতুল্য। কারণ ক্ষমতা থাকলে পদ, পদবী, সম্পদ, হুকুমজারী, নানা রকম ভোগ-বিলাসিতা ও মানসিক তৃপ্তি অর্জিত হয়। কিন্তু মৃত্যু কিংবা অন্য কোন কারণে ক্ষমতা যখন চলে যায়, তখন আর তা মোটেও সুখকর থাকে না। বিশেষত আখেরাতে যখন এজন্য নানা ভীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হ'তে হবে তখন ক্ষমতা মহাজ্বালা হয়ে দেখা দিবে'।[৮১]

বর্তমানে ছাত্রদের মধ্যে এই ক্ষমতা লিপ্সা অর্থাৎ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের লোভ পাগল করে দিয়েছে। শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্য হয়ে গেছে দুনিয়ার মোহগ্রস্থ ক্ষমতা লোভী। বস্তুবাদী এই ক্ষমতার জন্য তারা নানা রকম চেষ্টা-তদবির করে; তাতেই মানুষ বোঝে যে এরা ক্ষমতাপ্রত্যাশী। তারপর তাদের কারো

৭৯. মুসলিম হা/১৮২৪।
৮০. বুখারী হা/৭১৪৮।
৮১. ফাতহুল বারী ১৩/১২৬।

কপালে ক্ষমতা জোটে, আবার কারো জোটে না। এমর্মে মহান আল্লাহ বলেন, مَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ‘যারা দুনিয়া পেতে চায় তাদের মধ্যে আমি যাকে ইচ্ছা করি দুনিয়ার সম্পদ থেকে আমার ইচ্ছামাফিক তা দ্রুত দিয়ে দেই। তারপর তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রাখি। যেখানে সে প্রবেশ করবে একান্ত নিন্দিত ও ধিকৃত অবস্থায়’ *(ইসরাঈল ১৭/১৮)*।

বোকাদের সাথে তর্ক, আলেমে দ্বীন ব্যক্তিদের সাথে প্রতিযোগীতা ও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষন করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে সর্বদা ব্যস্ত হবে তাকে মহান আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِىَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِىَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ ‘বোকাদের সঙ্গে বিতর্ক করা কিংবা আলেমদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা কিংবা জনগণের দৃষ্টি নিজের দিকে ফেরানোর মানসে যে বিদ্যা অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন’।[৮২]

ক্ষমতার লোভ মানুষকে উদগ্র নেশাগ্রস্থ করে তোলে। এসম্পর্কে ইবনু রজব বলেছেন, ‘জেনে রাখ, মান-মর্যাদার লোভ মহাক্ষতি ডেকে আনে। মর্যাদা লাভের আগে তা অর্জনের পথ-পদ্ধতি বা কলাকৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করতে গিয়ে মানুষ অনেক হীন ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। আবার মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে অন্যের উপর নিপীড়ন, ক্ষমতা প্রদর্শন, দাম্ভিকতা দেখানো ইত্যাদি ক্ষতিকর জিনিসের উদগ্র নেশায় পেয়ে বসে’।[৮৩]

দুনিয়া লাভের আকাংখাকে অগ্রাধিকার দিলে আখেরাত লাভের আকাংখা ক্ষীণ হয়। যার ফলে সে আখেরাতকে হারায়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ

৮২. তিরমিযী হা/২৬৫৪, আলবানী ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ ছহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব ১/২৫ পৃঃ; ঈষৎ পরিবর্তনসহ দু’টি ক্ষুধার্ত নেকড়ের হাদীছের ব্যাখ্যা ৪৭-৫৩ পৃঃ।

৮৩. প্রাগুক্ত।

كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ‘যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমরা তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি ইহকালের ফসল কামনা করে, আমরা তাকে সেখান থেকে কিছু দিয়ে থাকি। কিন্তু পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না’ *(শূরা ৪২/২০)*। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার মর্যাদা সন্ধান করে, সে কেবল সেটাই পায়। কিন্তু আখেরাত হারায়। কেননা দু’টি বস্তু কখনো এক সাথে অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব সৌভাগ্যবান সেই, যে ব্যক্তি চিরস্থায়ী মর্যাদাকে ক্ষণস্থায়ীর উপর প্রাধান্য দেয়। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসবে, সে তার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে ভালবাসবে, সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অতএব তোমরা ধ্বংসশীল বস্তুর উপরে চিরস্থায়ী বস্তুকে অগ্রাধিকার দাও’।[৮৪]

ইবরাহীম বিন আদহাম (রহঃ) বলেন, ‘কম লোভ-লালসা, সত্যবাদীতা ও পরহেযগারিতার জন্ম দেয় এবং অধিক লোভ-লালসা, দুঃখ-কষ্ট ও অধৈর্যশীল সৃষ্টি করে’।[৮৫]

লোভ দমনে করণীয় :

দুনিয়ার লোভ দমনে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে-

১. ঐসব কর্তৃত্বশীল লোকদের মন্দ পরিণতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া, যারা আখেরাতের হক্ব আদায় করেনি। ফলে তারা আল্লাহর রহমত ও মানুষের দো‘আ থেকে চিরবঞ্চিত হয়েছে। বিগত যুগের ও বর্তমান যুগের দুষ্টু নেতারা এর বাস্তব উদাহরণ।

২. মিথ্যাবাদী, অহংকারী ও যালেম ব্যক্তি ও শাসকদের উপর আল্লাহ্‌র প্রতিশোধ (গযব) থেকে শিক্ষা নেওয়া।

৮৪. আহমাদ হা/১৯৭১২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২৪৭; মিশকাত হা/৫১৭৯।

৮৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,(ইসলামিক ফাউন্ডেশন), ১০/২৪১ পৃঃ।

৩. বিনয়ী ব্যক্তিদের প্রতি দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র পুরস্কার এবং আখিরাতে তাদের উচ্চ মর্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করা।

৪. আল্লাহ্‌র বন্ধু তথা মুমিন ব্যক্তিদের পবিত্র জীবন ও দুনিয়াবী মর্যাদা থেকে উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- 'পুরুষ হৌক নারী হৌক মুমিন অবস্থায় যে সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমরা তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব' *(নাহল ১৬/৯৭)*।

বস্তুতঃ পবিত্র জীবন লাভ করাই হ'ল দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার দেওয়া সবচেয়ে বড় পুরস্কার। এছাড়া আখিরাতের অতুলনীয় পুরস্কার তো আছেই। যা চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শোনেনি এবং হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি।[৮৬] নিঃসন্দেহে আলেম যখন তার ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে তখন সবাই তাকে ভয় করবে। আর যখন তার দ্বারা সে মাল বৃদ্ধি কামনা করবে, তখন সে অন্যকে ভয় করবে। অতএব সকল কল্যাণ নিহিত রয়েছে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মধ্যে। আর আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ 'সকল সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য, তার রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য। কিন্তু কপট বিশ্বাসীরা তা জানে না' *(মুনাফিকূন ৬৩/৮)*। লাভাতুর ব্যক্তির ক্ষতিকর দিক থেকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রত্যেক মানুষের প্রবৃত্তি পরায়ণতাকে উসকে দেয়। বিলাসিতার প্রতি তার অন্তর ধাবিত হয়। কখনো কখনো হালাল আয়ের সীমা অতিক্রম করে সে সন্দেহযুক্ত আয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। এমনকি যুক্তি দিয়ে হারামকে হালাল করে। যার ফলে সে আল্লাহ থেকে উদাসীন হয়ে পড়ে।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'মাল ও সম্পদ কামনার বিষয়ে চার ধরনের মানুষ রয়েছে। (১) যারা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার মাধ্যমে মানুষের উপর কর্তৃত্ব চায় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। যেমন দুষ্টমতি রাজা-বাদশা ও

৮৬. বুখারী হা/৩২৪৪; মুসলিম হা/২৮২৪; মিশকাত হা/৫৬১২।

সমাজনেতারা। (২) যারা কর্তৃত্ব কামনা ছাড়াই সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। যেমন চোর-বাটপার প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকেরা (৩) যারা বিশৃংখলা ছাড়াই কেবল কর্তৃত্ব চায়। যেমন ঐসব দ্বীনদার লোক যারা দ্বীনের মাধ্যমে সমাজের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে। (৪) জান্নাতীগণ। যারা সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব চায় না ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে না'।[৮৭]

এক্ষণে সম্পদ ও কর্তৃত্ব যদি আল্লাহর নৈকট্য হাছিলে ব্যয়িত হয়, তবে সেটাতে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে। আর যদি তা না থাকে, তাহ'লে তা হয় সমাজের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর। যেটাকে হাদীছে ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও মাল দেখেন না। তিনি দেখেন তোমাদের হৃদয় ও কর্ম'।[৮৮]

এক্ষণে যে ব্যক্তি জিহাদ ও ক্ষমতার মাধ্যমে দ্বীন কায়েমে ব্যর্থ হবে, সে ব্যক্তি উপদেশের মাধ্যমে ও আল্লাহর নিকট দো'আর মাধ্যমে সেটা করবে। সর্বোপরি সে তার সর্বোচ্চ সাধ্য মতে আল্লাহর আনুগত্য করে যাবে।

পরিশেষে বলতে হয়, মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন প্রকার চ্যালেঞ্জ চলেনা। আমরা যতই কুট কৌশল করে হারামকে হালাল বানানোর পথকে সুগম করি না কেন, আল্লাহ হলেন সর্বত্তোম সুকৌশলী। লোভ রিপুকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা জাগিয়ে অবাধ বিশৃংখলা থেকে বিরত রাখার মধ্যেই রয়েছে প্রতিবিধান।

চরিত্রের উত্তম গুণাবলী দিয়ে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে লোভ রিপুর প্রতিরোধ গড়ে তোলতে হবে। রিপুর তাবেদারী মানুষকে ইহকালিন শান্তি ও পরোকালিন মুক্তি দিতে পারে না। প্রত্যেক মানুষকে সোচ্চার হতে হবে লোভ রিপুর বিপরীতে। সকলের মাঝে আল্লাহভীতি ও স্ব স্ব মূল্যবোধের ধারনা দিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নচেৎ আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

৮৭. ইবনু তায়মিয়াহ, আস-সিয়াসাতুশ শারঈয়াহ ২১৭-১৯ পৃঃ।

৮৮. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৫৩১৪।

সুতরাং লোভ রিপু মানুষের জন্যে এক চরম শত্রু। পারিপার্শ্বিক ও বহিঃজগতের যেকোন শত্রু এর কাছে হার মানতে বাধ্য। জাগতিক জীবনে যারা এ লোভ রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ইহলৌকিক জীবনে লাভ করেছে সুখ, সমৃদ্ধি ও আদর্শ সংসার জীবন। লোভ রিপু প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে থাকতে হবে কিন্তু তা হবে নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত রিপু ঔষুধের মত কাজ করে এবং তা যথাস্থানে প্রয়োগ করে থাকে। আর অনিয়ন্ত্রিত রিপু নিশা জাতীয় দ্রব্যের মত মাতাল করে এবং তা অপচয় করে ও অপাত্রে প্রয়োগের ফলে ক্রিয়া না করে প্রতিক্রিয়াতে পরিণত হয়। সুতরাং হে মানব সমাজ! রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করো, সুখী-সমৃদ্ধি সমাজ গড়ো!

মোহ রিপু

Attachment, Illusion (Sanskrit: Moha)

মোহ শব্দটি চিত্তের অন্ধতা, অজ্ঞানতা, অবিদ্যা, মূর্খতা, মূঢ়তা, নির্বুদ্ধিতা, ভ্রান্তি, মুগ্ধতা, বিবেকহীনতা, মায়া, মূর্ছা, বুদ্ধিভ্রংশ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আসলে মানব রিপুর মধ্যে এটি অন্যতম একটি রিপু। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ও মাৎসর্য এ সবকটির উপর মোহ প্রভাব খাঁটিয়ে থাকে। অর্থাৎ মোহ দোষে দূষিত ব্যক্তি বাঁকি পাঁচটি রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাকে যে কোন রিপু অতি সহজেই গ্রাস করতে পারে। কারণ অজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধিতা থেকেই বিবেকশূন্যতার সৃষ্টি হতে পারে। মায়া হ'ল মোহ রিপুর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অতিমায়া বা দয়া ক্ষেত্র বিশেষে এতই ক্ষতিকর যে তা আর পুষিয়ে নেয়ার কোন উপায় থাকে না। যেমন- জীব হত্যা মহাপাপ কথাটি ভুল অর্থে জেনে কোন বিষধর সাপকে যদি কেউ মায়া করে ছেড়ে দেয় তাহলে সে সাপটি সুযোগ পেলে তাকে কামড় দিয়ে হত্যা করতে দ্বিধান্বিত হবে না। কাজেই মোহ বা মায়া সর্বত্রই গ্রহণযোগ্যতা পায় না। একজন অধার্মিক বা মুর্খকে তার গুরুতর কোন অপরাধের পর নিঃশর্ত বা শুধু শুধুই ছেড়ে দিলে সে তার মূল্য রক্ষা করে না বা করতে পারে না। কারণ সে মুর্খ বা মোহাবিষ্ট। সে তার নিজের সর্ম্পকে, সমাজ, পরিবেশ, প্রতিবেশ সর্ম্পকে না ওয়াকিফহাল। জীবনের প্রতিপাদ্য, জীবনবেধ, জগতবেধ ইত্যাদি বিষয়ে তার বোধশক্তি ক্ষীণ তাই মোহ তাকে সহজেই আবেষ্টন করে রাখে।

মোহ ভালবাসার মতই আপেক্ষিক। মোহকে অনেকে ভালবাসা ভেবে ভুল করেন। কোন কিছু পছন্দ হলেই মনে করেন এই বুঝি ভালবাসা। কিন্তু তাৎক্ষনিকভাবে কোন ভাল লাগা ভালবাসায় পরিণত হয় না। মোহ ও ভালবাসার মধ্যে সুক্ষতম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই দু'টির মধ্যে সুক্ষতর মেকি পূর্ণতা নিহিত থাকে। তেমনি কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

১. কোন কিছু চাওয়া-পাওয়ার আশা-আকাংখা নিয়ে মোহ জন্মায়। অন্যদিকে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের মধ্য দিয়ে ভালবাসা তৈরি হয়।

২. তাৎক্ষনিকভাবে কোন কিছু ভাল লাগার নাম মোহ। পক্ষান্তরে ভালবাসা ধীরে ধীরে জন্ম নেয় ও সুদৃঢ় হয়।

৩. মোহর সঙ্গে বাহ্যিক আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে ভালবাসার অনুভূতি জন্ম নেয় হৃদয়ের গভীর থেকে।

৪. মোহর কারণে একপক্ষ অপর পক্ষের প্রতি মুগদ্ধ হয়ে মূর্খতাবশত বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পাগলের মতো আচরণ করে। পক্ষান্তরে ভালবাসা মনকে বিবেক দিয়ে পরিচালিত করে ও শান্তনা দেয় এবং উৎসর্গ করতে সাহায্য করে।

৫. মোহর আকর্ষন এতই তীব্র হয় যে, এর স্থায়ীত্ব খুবই কম হয়ে থাকে। অন্যদিকে ভালবাসার অনুভূতি বিজ্ঞতা দ্বারা স্থায়ী হয়।

৬. মোহ আবেগকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে মূর্খতায় নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হয়। পক্ষান্তরে ভালবাসা অনেক বেশি নিয়ন্ত্রাধীণ এবং সূচারুভাবে সঠিক ও সত্যের দিকে ধাবিত হয়।

৭. মোহর সাথে যেকোনো উদ্দেশ্য ও সূক্ষ চতুরতা জড়িত থাকে। অন্যদিকে ভালবাসা হয় চাতুরতা মুক্ত চির সরলতা বিরাজ করে।

৮. মোহ হিংসাপরায়ন ও চিত্তের অন্ধতাবশত আসক্ত করে তোলে। পক্ষান্তরে ভালবাসা একে অপরকে বিবেক দ্বারা অনুধাবন করতে সাহায্য করে এবং বিশ্বাস স্থাপনে সর্বদা নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতাকে এড়িয়ে চলে।

৯. মোহগ্রস্থতা সংকীর্ণতার প্রাচীর স্থাপন করে। অন্যদিকে ভালবাসা তীব্র মুগ্ধতায় গভীরতা মায়া বাড়ায়।

১০. মোহ স্বার্থপর ও হিংস্র বানায়। অন্যদিকে ভালবাসা দয়ালু ও মহৎ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

১১. মোহ যে কোন প্রকার ক্ষমতার আধিপত্যপ্রবণ করে তোলে। পক্ষান্তরে ভালবাসা বিনয়ী ও নম্র করে গড়ে তোলে।

১২. মোহ একে অপরের প্রতি শক্রতা পোষণে সহজতর করে তোলে। অন্যদিকে ভালবাসা ক্ষমাশীল ও উৎস্বর্গ পরায়ণ করে তোলে।

১৩. মোহ নির্দিষ্ট ও পরিমিত সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে ভালবাসার কোন পরিসীমা নেই এবং তা অমর ও চিরন্তন।

১৪. মোহ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মহাপ্রলয়ের দিকে ধাবিত হয়। অন্যদিকে ভালবাসা দৃঢ়তা ও জ্ঞাততার মাধ্যমে চিরন্তন আধিপত্য বিস্তার করে।

দুনিয়ার প্রতি মোহ :

দুনিয়ার প্রতি মোহ রাখা বোকামী বৈ কিছুই নহে। কারণ এই দুনিয়ার কাল অতিব স্বল্প ও মূল্যমান নেই। দুনিয়া অভিশপ্ত, মরিচিকা ও লোভনীয় বস্তু মাত্র। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দুনিয়া করে, সে শ্রেফ দুনিয়া পায়, কিন্তু আখেরাত হারায়। আর যে ব্যক্তি দ্বীনের জন্য দুনিয়া করে, সে দ্বীন-দুনিয়া দু'টিই পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দ্বীন করে, সে দ্বীন-দুনিয়া দু'টিই হারায়। মানুষকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'ল স্রষ্টার ইবাদত করা। তাঁর ইবাদত করলে দুনিয়া এমনিতেই চলে আসবে। জ্বিন ও ইনসান সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ، مَا أُرِيْدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَّمَا أُرِيْدُ أَن يُّطْعِمُوْنِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ. 'আমি জ্বিন ও ইনসানকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি'। 'আমি তাদের থেকে কোন রুযি চাই না এবং আমি চাই না যে তারা আমাকে খাওয়াবে'। 'নিশ্চয় আল্লাহই রুযিদাতা এবং প্রবল পরাক্রমশালী' *(যারিয়াত ৫১/৫৬-৫৮)*।

আল্লাহর ইবাদতকারী মুমিন বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা যেমন দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেন, তেমনি জীবিকাতে প্রাচুর্য দান করেন। এ বিষয়ে আনাস বিন মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهَ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ. 'যার জীবনের লক্ষ্য হবে আখিরাত আল্লাহ তার অন্তরকে ধনী করে দিবেন। তার সব সুযোগ-সুবিধা একত্রিত করে দিবেন এবং দুনিয়া (ধন-সম্পদ) তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আর যার জীবনের লক্ষ্য হবে দুনিয়া আল্লাহ তা'আলা দারিদ্র্যকে তার নিত্যসঙ্গী করে দিবেন। তার গোছানো বিষয়

ছিন্নভিন্ন করে দিবেন এবং তার জন্য যতটুকু বরাদ্দ তার বাইরে সে দুনিয়ার কিছুই পাবে না'।[৮৯]

অথচ আমরা দুনিয়াতে এসে কি করছি (?) ফেতনাময় দুনিয়া নিয়ে সদাব্যস্ত রয়েছি। দুনিয়া ও নারী হ'ল ফেতনা এই মর্মে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ: لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ –

'নিশ্চয়ই দুনিয়া মিষ্ট সবুজ (সুস্বাদু দর্শনীয়), আল্লাহ তা'আলা সেখানে তোমাদের খলীফা হিসাবে পাঠিয়েছেন। অতঃপর তিনি দেখেন তোমরা কি কর? অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারী থেকে সাবধান থাক। কেননা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যে প্রথম ফিতনা দেখা দিয়েছিল তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে'।[৯০]

দুনিয়া হ'ল মরিচিকাতুল্য, স্বয়ং লা'নতপ্রাপ্ত। দুনিয়া অভিশপ্ত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللهِ، وَمَا وَالَاهُ، أَوْ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا 'নিঃসন্দেহে দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে (সবই)। তবে আল্লাহর যিকর এবং তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিস, আলেম ও তালেবে-ইলম ব্যতীত'।[৯১]

দুনিয়া অত্যন্ত তুচ্ছ। এর মূল্যমান মৃত ছাগলের চেয়েও নগন্য মর্মে হাদীছে বলা হয়েছে, জাবের (রাঃ) বলেন,

مَرَّ بِالسُّوقِ، دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟ فَقَالُوا : مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ : أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ قَالُوا : وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا، كَانَ

৮৯. তিরমিযী হা/২৪৬৫; দারেমী হা/২২৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৪৯।
৯০. মুসলিম হা/২৭৪২।
৯১. ইবনু মাজাহ হা/৪১১২, হাসান।

عَيْبًا فِيهِ، لِأَنَّهُ أَسَكُّ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ : فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ، مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ .

'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলিয়া (অঞ্চল) হ'তে মদীনায় আসার পথে এক বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উভয় পার্শ্বে বেশ লোকজন ছিল। যেতে যেতে তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি এর কান ধরে বললেন, তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এটা নিতে আগ্রহী হবে। তখন উপস্থিত লোকেরা বলল, কোন কিছুর বিনিময়ে আমরা উহা নিতে আগ্রহী নই এবং এটি নিয়ে আমরা কি করব? তখন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, (বিনা পয়সায়) তোমরা কি উহা নিতে আগ্রহী? তারা বলল, এ যদি জীবিত থাকতো তবুও তো এটা দোষী। কেননা এর কান হচ্ছে ক্ষুদ্র। আর এখন তো তা মৃত, কিভাবে আমরা তা গ্রহণ করব? অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! এ ছাগলটি তোমাদের নিকট যতটা তুচ্ছ, আল্লাহর নিকটে দুনিয়া এর চেয়েও অধিক তুচ্ছ'।[৯২] অতএব, আমরা দুনিয়ার প্রতি মোহ ত্যাগ করি।

নারীর প্রতি মোহ :

পৃথিবীতে নারীর প্রতি মোহ অতিব ফেৎনাকর। মন্দ নারী মায়াবীনি ও ছলনাময়ী। এরা সর্বদা শয়তানের কুপরামর্শে পুরুষকে ফাঁদে ফেলতে উদগীব হয়। কিন্তু মুমিন বান্দাকে মহান আল্লাহ সর্বদা হেফাযত করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আঃ)-কে মিশরীয় মন্ত্রীর স্ত্রীর কুপ্রস্তাব থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁকে পাপাচার ও অন্যায়ের পাঁকে পড়তে হয়নি। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ - 'উক্ত মহিলা তার বিষয়ে কুচিন্তা করেছিল এবং সেও তার প্রতি কল্পনা করত যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত। এভাবেই এটা একারণে যাতে আমরা তার থেকে যাবতীয় মন্দ ও অশ্লীল বিষয় সমূহ সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে ছিল আমাদের মনোনীত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত' *(ইউসুফ ১২/২৪)*।

৯২. মুসলিম হা/২৯৫৭; মিশকাত হা/৫১৫৭।

পুরুষেরা নারীদের হ'তে সর্বাত্মকভাবে বেঁচে থাকবে এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা দুনিয়া ও নারী থেকে সাবধান থাক। কেননা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যে প্রথম ফিতনা দেখা দিয়েছিল তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে'।[৯৩] অন্যত্র বলেন, দুনিয়াতে পুরুষের জন্য সবচেয়ে বড় ফেতনা হ'ল (দুষ্টু) নারী'।[৯৪]

নারীর মাধ্যমে পুরুষেরা ফেতনায় মধ্যে পড়ে। বিশেষত যখন নারী সুন্দরী হয় এবং তার সাথে হাসি-তামাসা ও রসিকতায় লিপ্ত হয়, যেমন অধিকাংশ পর্দাহীন মেয়েদের ক্ষেত্রে ঘটে। বলা হয়ে থাকে, نظرة ... فسلام، فكلام فموعد فلقاء– 'দর্শন, তারপর সালাম, এরপর বাক্যালাপ, অতঃপর ডেটিং, তারপর সাক্ষাৎ'। আর শয়তান তো মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চলে। সুতরাং অনেক বাক্যালাপ, হাসি-তামাসা, আনন্দ-উল্লাস পুরুষের হৃদয়কে নারীর প্রতি আকৃষ্ট করে। অনুরূপ নারীর অন্তরকেও পুরুষের প্রতি আকর্ষিত করে। এর মাধ্যমে এমন কিছু অনিষ্টতা ঘটে যা অপ্রতিরোধ্য। এছাড়াও নারী যখন চেহারা খুলে রাখা ও পর্দাহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে নিজেকে পুরুষের সমকক্ষ ভাববে, তখন সে লজ্জাশীলা থাকবে না এবং পুরুষের ভীড়েও লাজ-নম্র হবে না। আর এর মধ্যেই রয়েছে বড় ফিতনা এবং সীমাহীন বিপর্যয়। একদিন রাসূল (ছাঃ) মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখলেন যে, মহিলারা পুরুষদের সাথে মিলে মিশে পথ চলছে, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বলেন,

اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيْقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوْقِهَا بِهِ –

'আমি তোমাদের দূরত্ব কামনা করছি। কেননা তোমাদের উচিত হবে না রাস্তাকে আঁকড়ে ধরা। রাস্তার এক পাশে চলা তোমাদের জন্য আবশ্যক'। এরপর মহিলারা রাস্তার প্রাচীর ঘেঁষে চলতেন, এমনকি তাদের কারো কাপড় প্রাচীরে আটকে যেত'।[৯৫] আল্লামা ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আল্লাহর

৯৩. মুসলিম হা/২৭৪২।
৯৪. বুখারী হা/৫০৯৬, মুসলিম হা/২৭৪১; মিশকাত হা/৩০৮৫।
৯৫. আবূদাঊদ হা/৫২৭৪; মিশকাত হা/৪৭২৭

এ বাণী উল্লেখ করেন, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ 'হে নবী! আপনি মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন চক্ষু অবনমিত রাখে' *(নূর ২৪/৩১)*।
লজ্জহীনা নারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'লজ্জাহীনা নারী, যারা পর পুরুষকে আকৃষ্টকারী তারা জাহান্নামী'।[৯৬]
আর যদি তা অবৈধ হয়, তবে তা হবে নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজ। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 'তোমরা যিনা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, কেননা তা অত্যন্ত নির্লজ্জ কাজ এবং খুবই খারাপ পথ' *(আল-ইসরা-১৭/৩২)*। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে কোনভাবেই এই অশ্লীলতার নিকটে গমন করা যাবে না, এসম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ 'লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে, উহার নিকটবর্তী হবে না, তা প্রকাশ্যেই হোক অথবা অপ্রকাশ্যে হোক' *(আনআম-৬/১৫১)*। অতএব, আমরা নারীর প্রতি মোহ ত্যাগ করি।

ধন-সম্পদের মোহ :

ইবন কা'ব ইবন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِى غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ. 'দুটো ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে বকরীর পালে ছেড়ে দিলেও তারা এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না, কোনো ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ ও মান-মর্যাদার মোহ তার দ্বীনের যতটুকু ক্ষতি করতে পারে'।[৯৭]

ঋণ হ'তে দুরে থাকুন! শয়তান দারিদ্রতার ভয় দেখায়। ইমাম শাফিঈর দারিদ্রতা সম্পর্কে আমর ইবন সাওদ বলেন, كان الشافعى اسخر الناس على الدينار و الدرهم و الطعام فقال لى الشافعى أفلست من دهرى ثلاث افلاسات فكنت ابيع قليلى و كثيرى حتى حلى بنتى و زوجتى و لم أرهن قط 'ইমাম

৯৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়; মিরক্বাত ৭/৯৬।
৯৭. তিরমিযী হা/২৩৭৬; আহমাদ হা/১৫৮৩২; দারেমী হা/২৭৮৬; সনদ ছহীহ।

শাফিঈ, দীনার, দিরহাম ও খাদ্য অধিক দান করতেন। তিনি একদা আমাকে বলেন, জীবনে আমি তিনবার দরিদ্রতায় পতিত হয়েছি। তখন আমি আমার স্বল্প-বিস্তর সবকিছু বিক্রি করেছি। এমনকি আমার কন্যা ও স্ত্রীর অলংকারও বিক্রি করেছি কিন্তু আমি কখনো ঋণ করিনি'।[৯৮]

দুনিয়া ও ধন-সম্পদ বিমুখ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা যেমন দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেন, তেমনি জীবিকাতে প্রাচুর্য দান করেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ .

'যার জীবনের লক্ষ্য হবে আখিরাত আল্লাহ তার অন্তরকে ধনী করে দিবেন। তার সব সুযোগ-সুবিধা একত্রিত করে দিবেন এবং দুনিয়া (ধন-সম্পদ) তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। আর যার জীবনের লক্ষ্য হবে দুনিয়া আল্লাহ তা'আলা দারিদ্র্যকে তার নিত্যসঙ্গী করে দিবেন। তার গোছানো বিষয় ছিন্নভিন্ন করে দিবেন এবং তার জন্য যতটুকু বরাদ্দ তার বাইরে সে দুনিয়ার কিছুই পাবে না'।[৯৯] অতএব, আমরা ধন-সম্পদের প্রতি মোহ পরিহার করি।

সুখ্যাতির মোহ :

মানুষের লক্ষ্য হবে দ্বীনের খেদমত এবং সর্বাবস্থায় সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করা। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার সুখ্যাতির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِىَ رَضِىَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ كَانَ فِى

৯৮. সিয়ার, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭।

৯৯. তিরমিযী হা/২৪৬৫; দারিমী হা/২২৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৪৯

الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ .

'দীনারের দাস ধ্বংস হোক, দিরহামের দাস ধ্বংস হোক, রেশমী বস্ত্রের দাস ধ্বংস হোক। তাকে দেওয়া হ'লে সে খুশী হয়। আর না দেওয়া হ'লে নাখোশ হয়। সে ধ্বংস হোক, ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তার পায়ে কাঁটা ফুটলে তা বের করা না যাক। সুখময় হোক সেই মানুষের জীবন, যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার মাথার চুলগুলো হয়ে যায় আলু থালু, আর পা দু'টো হয়ে যায় ধূলিমাখা। যদি সে নিরাপত্তারক্ষী দলে থাকে তো সেই দলেই থাকে, আবার পশ্চাৎবাহিনীতে থাকে তো পশ্চাৎবাহিনীতেই থাকে। (সে এতটাই অখ্যাত যে) সে কোন কিছুর অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কোন সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গৃহীত হয় না'।[১০০]

রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ 'এ কথার মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতাপ্রীতি, খ্যাতি লাভের মানসিকতা পরিত্যাগ করা এবং অখ্যাতি ও বিনয়-নম্র জীবনের মাহাত্ম্য ফুটে উঠেছে'।[১০১]

ইবনু রজব বলেছেন, 'বিদ্যা ও কর্মের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের চেষ্টা একটি অনভিপ্রেত বিষয়। ব্যক্তির বিদ্যাবুদ্ধি, সাধনা ও দ্বীন-ধার্মিকতা চর্চার মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভের মোহ খুবই গর্হিত বিষয়। অনুরূপভাবে লোকেরা দো'আ, বরকত লাভের আশায় কিংবা হাতে চুমু খাওয়ার উদ্দেশ্যে দলে দলে তার সাক্ষাতপ্রার্থী হবে বলে সেই লক্ষ্যে কাজ করা, কথা-বার্তা বলা এবং কারামত যাহির করাও গর্হিত কাজ। কিন্তু খ্যাতির মোহে অন্ধজন এসব গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কাজ করতে ভালবাসে। নিষ্ঠার সাথে এগুলো করে এবং এসবের উপকরণ যোগাতে চেষ্টা করে। এতেই তার যত আনন্দ। এ কারণেই সালাফে ছালেহীন খ্যাতিকে ভীষণভাবে অপসন্দ করতেন। তাঁদের মাঝে রয়েছেন আইয়ূব সাখতিয়ানী, ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান ছাওরী, আহমাদ বিন হাম্বল

১০০. বুখারী হা/২৮৮৭।

১০১. ফাৎহুল বারী ৬/৮২-৮৩, হা/২৮৮৬-এর আলোচনা

প্রমুখ আল্লাহওয়ালা আলেম এবং ফুযাইল বিন আইয়ায, দাঊদ তাঈ প্রমুখ সাধক ও দরবেশ। তাঁরা খুব করে আত্মনিন্দা করতেন এবং নিজেদের আমল সমূহকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখতেন'।[১০২]

ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, 'ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলার নানাবিধ কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে নেতৃত্বের মোহ ও লোভ একটি'।[১০৩] অতএব, আমরা সুখ্যাতির মোহ পরিহার করি।

প্রশংসা অর্জনের মোহ :

ইবনু রজব বলেছেন, ক্ষমতাবান ও প্রতিপত্তিশালীরা মানুষের মুখ থেকে প্রশংসা শুনতে ভালবাসে। তারা জনগণের কাছে তা দাবীও করে। যারা তাদের প্রশংসা করে না তাদেরকে তারা নানাভাবে কষ্ট দেয়। অনেক সময় তারা একাজে এতটাই বাড়াবাড়ি করে বসে যে প্রশংসা থেকে নিন্দাই তাদের বেশী পাওনা হয়ে দাঁড়ায়। আবার কোন কোন সময় তারা তাদের দৃষ্টিতে ভাল কাজ করছে বলে যাহির করে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাদের মন্দ অভিপ্রায় কাজ করে। এভাবে মিথ্যাকে সত্যের আবরণে আচ্ছাদিত করতে পেরে তারা উৎফুল্ল হয় এবং লোকদের থেকে প্রশংসা লাভ ও তাদের মাঝে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ার আকাঙ্খা পোষণ করে। এমন লোকদের প্রসঙ্গেই আল্লাহ বলেন, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'যেসব লোকেরা তাদের মিথ্যাচারে খুশী হয় এবং তারা যা করেনি, এমন কাজে প্রশংসা পেতে চায়, তুমি ভাব না যে তারা শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক আযাব' *(আলে ইমরান ৩/১৮৮)*।

এ আয়াত এরূপ বিনাকাজে প্রশংসার জন্য লালায়িতদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ মানবকুল থেকে প্রশংসা তলব করা, প্রশংসা পেয়ে খুশি হওয়া এবং প্রশংসা না করার দরুন শাস্তি দেওয়া কেবলমাত্র লা শরীক আল্লাহর জন্যই মানায়। এজন্যই সৎপথপ্রাপ্ত ইমামগণ তাদের কাজ-কর্মের দরুন

---

১০২. শারহু হাদীছ মাযেবানে জায়ে'আনে, পৃঃ ৬৮।

১০৩. ইবনু তায়মিয়া, মাজমূঊ ফাতাওয়া ১৮/৪৬।

তাদের প্রশংসা করতে নিষেধ করতেন। মানুষের কোন কল্যাণ করার জন্য তাদের স্বত-স্তুতি করতে দিতেন না; বরং সেজন্য অংশীদার শূন্য এক আল্লাহর প্রশংসা করতে তারা বেশী বেশী উদ্বুদ্ধ করতেন। কেননা সকল প্রকার নে'মত ও অনুগ্রহের মালিক তো তিনিই।

খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয এ ব্যাপারে খুবই সংযত ছিলেন। একবার তিনি হজ্জে আগত লোকদের পড়ে শোনানোর জন্য একটি পত্র প্রেরণ করেন। তাতে তিনি তাদের উপকার করতে আদেশ দেন এবং তাদের উপর যে যুলুম-নিপীড়ন জারী ছিল তা বন্ধ করতে বলেন। ঐ পত্রে এও ছিল যে, এসব কল্যাণ প্রাপ্তির দরুন তোমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রশংসা কর না। কেননা তিনি যদি আমাকে আমার নিজের হাতে সোপর্দ করতেন তাহ'লে আমি অন্যদের মতই হ'তাম। তাঁর সঙ্গে সেই মহিলার ঘটনা তো সুপ্রসিদ্ধ, যে তার ইয়াতীম মেয়েদের জন্য খলীফার নিকট ভাতা বরাদ্দের আবেদন জানিয়েছিল। মহিলাটির চারটি মেয়ে ছিল। খলীফা তাদের দু'জনের ভাতা বরাদ্দ করেছিলেন। ঐ মহিলা আল্লাহ্র প্রশংসা করে। কিছুকাল পর তিনি তৃতীয়জনের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন। এবারও মহিলা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। তার শুকরিয়া প্রকাশের কথা জেনে খলীফা তাকে বলেন, আমরা তাদের জন্য ভাতা বরাদ্দ করতে পেরেছি। আপনার এভাবে প্রশংসার প্রকৃত হক্বদারের প্রশংসা করার জন্যেই। এখন আপনি ঐ তিনজনকে বলবেন, তারা যেন চতুর্থজনের প্রতি সহমর্মিতা দেখায়। তিনি এর দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, রাষ্ট্রের নির্বাহী পদাধিকারী কেবলই আল্লাহ্র আদেশ বাস্তবায়নে নিযুক্ত। তিনি আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর আনুগত্যের হুকুমদাতা এবং তাঁর নিষিদ্ধ জিনিসগুলো থেকে নিষেধকারী মাত্র। আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান জানানোর মাধ্যমে তিনি তাদের কল্যাণকামী। তার বিশেষ চাওয়া-পাওয়া যে, দ্বীন সর্বতোভাবে আল্লাহ্র জন্য হয়ে থাক এবং ইয্যত-সম্মান সব আল্লাহ্র হোক। তারপরও তার সদাই ভয় হ'ত যে, তিনি আল্লাহ্র হক্ব আদায়ে কতইনা ত্রুটি করে ফেলছে।[১০৪] অতএব, আমরা প্রশংসা অর্জনের মোহ ত্যাগ করি।

---

১০৪. শারহু হাদীছ মাযেবানে জায়ে'আনে, পৃঃ ৪১-৪৩।

পরিশেষে, সকল প্রকার মোহ সর্বদা বর্জনীয়। এটা এমন একটি বিষয় যা খুব সহজেই মানুষকে বশ করে ফেলে। কারণ এর চাকচিক্যতা যেমন আকর্ষনীয় টিক তেমনি ভঙ্গুর বা ক্ষণস্থায়ী। মোহ ও লোভ পরস্পর সম্পূরক। কেননা মোহর সাথে লোভ মিশ্রিত থাকে সেটা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে হোক[১০৫]। প্রত্যেক ব্যক্তির ভেতরে এই মোহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা বিরাজমান কিন্তু মুমিন জ্ঞানীরা ব্যতীত। তাই আমরা এই মিথ্যে মোহের জাল ভেদ করে সর্বদা মুমিন হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারি। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক্ব দান করুন। আমীন।

১০৫. আল-ফাওয়াইদ, পৃঃ ১০০।

মদ রিপু

Arrogance, Pride (Sanskrit: Mada)

মদ হ'ল দম্ভ, গর্ব, অহংকার, দর্প, মদ্য, প্রমত্ততা, বিহবলভাব ইত্যাদি। যে কোন ধর্মীয় বিধানে মদের কোন স্থান নেই; সে দম্ভ বা মদ্য যাই হোক। মদ মানুষকে তার প্রকৃত অবস্থা থেকে বিকৃত করে দেয়। তার আসল রূপটি লোপ পায়। মদান্ধ মানুষদের অধিকাংশই আত্মশ্লাঘায় ভোগে। এ আত্মশ্লাঘা বা আত্মম্ভরিতা তার নিজের মধ্যে নিহিত আত্মবেধ বা আত্মদৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে পৃথিবীর সবকিছুই তুচ্ছ মনে করে ধরাকে সরাজ্ঞান করে থাকে। জীবনের অর্জিত বা সঞ্চিত যাবতীয় সম্পদকে সে এক ফুৎকারে ধ্বংস করে দিতে পারে।

প্রবাদে আছে, অহংকার পতনের মূল। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, মানুষ অনেক সাধনা করে, ত্যাগ-তিতিক্ষা করে যা কিছু অর্জন করে তা সে অহংকারের কারণে ধরে রাখতে পারে না। তার অহংকার ধীরে ধীরে তাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। মদান্ধ মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য খুব বেশি পীড়াপীড়ি করে থাকে। সর্বত্রই চায় তার সর্বোচ্চ সাফল্য এবং তাতে আত্মঅহংকারে স্ফীত হয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার প্রাণান্ত চেষ্টায় বিভোর-বিহবল হয়ে পড়ে। ফলে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি তো পায়ই না; উপরন্তু হীন ও ক্ষুদ্র বলেই স্বীকৃতি পায়। এতে তার যে স্পর্ধার বিকাশ ঘটে তা তাকে নগ্ন, নির্লজ্জ ও বেসামাল করে তুলে। আর তখনই তার অনিবার্য পতন হয়ে থাকে।

গর্ব-অহংকার যেমনি মানব জীবনকে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে তেমনি বিনয়, ভদ্রতা-নম্রতা মানুষকে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণে সাহায্য করে। সর্বপ্রথম অহংকার করে ইবলিশ শয়তান। এসম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 'আর যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য

ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল' *(বাক্বারাহ ২/৩৪)*।
ইবলীস ঐ সময় নিজের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলল, 'আমি ওর চাইতে উত্তম। কেননা আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে'। আল্লাহ বললেন, তুই বের হয়ে যা। তুই অভিশপ্ত, তোর উপরে আমার অভিশাপ রইল পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৬-৭৮; আ'রাফ ৭/১২)*।

অহংকারের নিদর্শন সমূহ :

যে অহংকারী সে অভিশপ্ত, নীচুতম ব্যক্তি ও সম্মান বিভ্রাট ধিক্কার পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি। মহান আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) বললেন, তুমি নেমে যাও এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তুমি নীচুতমদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে তোমার অহংকার করার অধিকার নেই' *(আ'রাফ ৭/১৩)*।

অহংকারী দাম্ভিক ব্যক্তিকে যেমন কেউ পসন্দ করে না, তেমনি তাকে আল্লাহর ভালবাসেন না। আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ. 'যমীনে গর্বভরে চল না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন অহংকারী দাম্ভিককে ভালবাসেন না' *(লোক্বমান ১৮)*। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ. 'যার অন্তরে বিন্দুমাত্র অহংকার থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[১০৬]

১. প্রধান নিদর্শন হ'ল দম্ভভরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা :

এটি করা হয়ে থাকে মূলতঃ দুনিয়াবী স্বার্থের নিরিখে। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, 'অহংকার হ'ল 'সত্যকে দম্ভের সাথে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা'।[১০৭]

১০৬. মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮।
১০৭. মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮।

২. নিজেকে সর্বদা অন্যের চাইতে বড় মনে করা :

যেমন ইবলীস আদমের চাইতে নিজেকে বড় মনে করেছিল এবং আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিল। সে যুক্তি দিয়েছিল, أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا 'আমি কি তাকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? *(ইসরা ১৭/৬১)*।

তিনটি কাজ আপনাকে রক্ষ করবে আবার তিনটি কাজ ধ্বংস করবে। তন্মধ্যে কঠিন কাজ হ'ল আত্ম-অহংকার করা। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ، وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَتَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالسُّخْطِ، وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ: فَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ.

'তিনটি কাজ মানুষকে রক্ষা করে এবং তিনটি কাজ মানুষকে ধ্বংস করে। রক্ষাকারী কাজ তিনটি হচ্ছে- (১) প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা (২) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে হক্ব কথা বলা এবং (৩) সচ্ছলতায় ও অসচ্ছলতায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী কাজ তিনটি হচ্ছে- (১) প্রবৃত্তির অনুসরণ করা (২) কৃপণতাকে মেনে নেওয়া এবং (৩) আত্ম-অহংকার করা। আর এটিই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন।[১০৮]

৩. অন্যের আনুগত্য ও সেবা করায় নিজেকে অপমানিত মনে করা :

এই প্রকৃতির লোকেরা মনে করে সবাই আমার আনুগত্য ও সেবা করবে, আমি কারু আনুগত্য করব না। এরা ইহকালে অপদস্থ হয় এবং পরকালে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا– 'পরকালের ঐ গৃহ আমরা তৈরী করেছি ঐসব লোকদের জন্য, যারা এ দুনিয়াতে উদ্ধত হয় না ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে না' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

১০৮. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭২৫২; মিশকাত হা/৫১২২, সনদ হাসান।

৪. নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করা :

আবূ জাহল এরূপ অহংকার করেছিল। সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তার অভিজ্ঞ পারিষদবর্গ ও শক্তিশালী জনবলের ভয় দেখিয়েছিল। জবাবে আল্লাহ বলেছিলেন, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ‘ডাকুক সে তার পারিষদবর্গকে’। ‘অচিরেই আমরা ডাকব আযাবের ফেরেশতাদেরকে’ *(‘আলাক্ব ৯৬/১৭-১৮)*। পরিণতি কি হয়েছিল, সবার জানা। উক্ত প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى، أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ‘কখনই না। মানুষ অবশ্যই সীমালংঘন করে’। ‘কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে’ *(‘আলাক্ব ৯৬/৬-৭)*।

আল্লাহ একেক জনকে একেক মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতা দিয়ে দুনিয়াতে সৃষ্টি করেছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষই পরস্পরের মুখাপেক্ষী। কেউ অভাবমুক্ত নয়। তাই মানুষের জন্য অহংকার শোভা পায় না। আল্লাহ কেবল ‘মুতাকাব্বির’ (অহংকারী)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন আল্লাহ বলেন, الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ ‘অহংকার’ আমার চাদর এবং ‘বড়ত্ব’ আমার পায়জামা। অতএব যে ব্যক্তি ঐ দু’টির কোন একটি আমার থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব’।[১০৯]

৫. লোকদের কাছে বড়ত্ব যাহির করা ও নিজের ত্রুটি ঢেকে রাখা :

মূসা (আঃ) যখন ফেরাঊনকে লাঠি ও প্রদীপ্ত হস্ততালুর নিদর্শন দেখালেন, তখন ফেরাঊন ভীত হ’ল। কিন্তু নিজের দুর্বলতা ঢেকে রেখে সে তার লোকদের জমা করল। অতঃপর তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলল, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى- فَأَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ‘আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ পালনকর্তা’। ‘ফলে আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলেন’ *(নাযে‘আত ৭৯/২৩-২৪)*। এরূপ নিজের দোষ স্বীকার করা দৃষ্টান্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে এসেছে। তিনি তাঁর পিছনে

১০৯. আবূদাঊদ হা/৪০৯০; মিশকাত হা/৫১১০ ‘ক্রোধ ও অহংকার’ অনুচ্ছেদ।

অনুসরণকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, لَوْ تَعْلَمُونَ ذُنُوبِي مَا وَطِئَ عَقِبِي رَجُلاَنِ وَلَحَثَيْتُمْ عَلَى رَأْسِي التُّرَابَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللهَ غَفَرَ لِي ذَنْبًا مِنْ ذُنُوبِي. ‘আমার যে কত পাপ রয়েছে তা যদি তোমরা জানতে, তাহ’লে দু’জন লোকও আমার পিছনে হাঁটতে না এবং অবশ্যই তোমরা আমার মাথায় মাটি ছুঁড়ে মারতে। আমি চাই আল্লাহ আমার গোনাহসমূহ মাফ করুন’।[১১০]

৬. অন্যকে নিজের তুলনায় ছোট মনে করা :

মূসা ও হারূণ (আঃ) যখন তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন ফেরাঊন বলেছিল, فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ‘আমরা কি এমন দু’ব্যক্তির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করব যারা আমাদেরই মত মানুষ এবং তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাসত্ব করে’? *(মুমিনূন ২৩/৪৭)*।

অন্যকে হেয় গণ্যকারী ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন উঠাবেন এমন অবস্থায় যে, তারা ঐসব দুর্বল শ্রেণীর লোকদের পায়ের নীচে থাকবে। এটি হবে তাদেরকে দুনিয়ায় হেয় জ্ঞান করার বদলা স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةِ الْخَبَالِ-

‘অহংকারী ব্যক্তিরা কিয়ামতের দিন উঠবে মানুষের চেহারা নিয়ে পিঁপড়া সদৃশ। সর্বত্র লাঞ্ছনা তাদেরকে বেষ্টন করে রাখবে। অতঃপর তাদের ‘বূলাস’ নামক জাহান্নামের এক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেখানে লেলিহান অগ্নি তাদেরকে ঢেকে ফেলবে। সেখানে তারা জাহান্নামীদের পোড়া দেহের গলিত পুঁজ-রক্তে পূর্ণ ‘ত্বীনাতুল খাবাল’ নামক নদী থেকে পান করবে’।[১১১]

১১০. হাকিম হা/৫৩৮২ সনদ ছহীহ।

১১১. তিরমিযী হা/১৮৬২, ২৪৯২; মিশকাত হা/৩৬৪৩, ৫১১২।

একদিন ছাহাবী আবু যর গিফারী (রাঃ) নিগ্রো মুক্তদাস বেলাল (রাঃ)-কে তার কালো মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে কিছু বললে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে ধমক দিয়ে বলেন, يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ ‘হে আবু যর! তুমি তাকে তার মায়ের নামে তাচ্ছিল্য করলে? তোমার মধ্যে জাহেলিয়াত রয়েছে’।[১১২] আবু যর গিফারীর ন্যায় একজন নিরহংকার বিনয়ী ছাহাবীর একদিনের একটি সাময়িক অহংকারকেও আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বরদাশত করেননি।

৭. মানুষের সাথে অসদ্ব্যবহার করা ও তাদের প্রতি কঠোর হওয়া :

এটি অহংকারের অন্যতম লক্ষণ। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদিন জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী হ’ল। তিনি বললেন, তোমরা ওকে অনুমতি দাও। সে তার গোত্রের কতই না মন্দ ভাই ও কতই না মন্দ পুত্র! অতঃপর যখন লোকটি প্রবেশ করল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সাথে অতীব নম্রভাবে কথা বললেন। পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি লোকটি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলেন। আবার সুন্দর আচরণ করলেন, ব্যাপারটা কি? জওয়াবে তিনি বললেন, হে আয়েশা! إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ ‘সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যাকে লোকেরা পরিত্যাগ করে ও ছেড়ে যায় তার ফাহেশা কথার ভয়ে’।[১১৩]

৮. শক্তি বা বুদ্ধির জোরে অন্যের হক্ব নষ্ট করা :

এটি অহংকারের একটি বড় নিদর্শন। আল্লাহ তা‘আলা কাউকে বড় করলে সে উদ্ধত হয়ে পড়ে এবং যার মাধ্যমে তিনি বড় হয়েছেন ও যিনি তাকে বড় করেছেন সেই বান্দাও আল্লাহকে সে ভুলে যায়। সে এই কথা ভেবে অহংকারী হয় যে, আমি আমার যোগ্যতা বলেই বড় হয়েছি। কারূণ বলেছিল, ফলে সে আর অন্যকে সম্মান করে না। সে তখন শক্তির জোরে বা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অন্যের হক নষ্ট করে। এই হক সম্মানের হতে পারে বা মাল-সম্পদের

১১২. বুখারী, ফৎহসহ হা/৩০।
১১৩. বুখারী হা/৬০৫৪; মুসলিম হা/২৫৯১; মিশকাত হা/৪৮২৯।

হতে পারে। অন্যায়ভাবে কারু সম্মানের হানি করলে ক্বিয়ামতের দিন অহংকারী ব্যক্তিকে পিঁপড়া সদৃশ করে লাঞ্ছনাকর অবস্থায় হাঁটানো হবে’।[১১৪] অথবা তাকে ঐ মাল-সম্পদ ও মাটির বিশাল বোঝা মাথায় বহন করে হাঁটতে বাধ্য করা হবে’।[১১৫]

৯. অধীনস্তদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে নিকৃষ্টভাবে খাটানো :

অহংকারী মালিকেরা তাদের অধীনস্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতি এরূপ আচরণ করে থাকে। যা তাদের জাহান্নামী হবার বাস্তব নিদর্শন। এই স্বভাবের লোকেরা এভাবে প্রতিনিয়ত ‘হাক্কুল ইবাদ’ নষ্ট করে থাকে। আর বান্দা ক্ষমা না করলে এ হক আল্লাহও ক্ষমা করবেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ‘তুমি মযলূমের দো‘আ থেকে বেঁচে থাক। কেননা মযলূমের দো‘আ ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা নেই (অর্থাৎ সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়)’।[১১৬] الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘যুলুম কিয়ামতের দিন ঘন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে’।[১১৭] তিনি একদিন বলেন, তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বলল, যার কোন ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত নিয়ে হাযির হবে। অতঃপর লোকেরা এসে অভিযোগ করে বলবে যে, তাকে ঐ ব্যক্তি গালি দিয়েছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, তার মাল গ্রাস করেছে, হত্যা করেছে, প্রহার করেছে। অতঃপর তার নেকী থেকে তাদের একে একে বদলা দেওয়া হবে। এভাবে বদলা দেওয়া শেষ হবার আগেই যখন তার নেকী শেষ হয়ে যাবে, তখন বাদীদের পাপ থেকে নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অবশেষে ঐ ব্যক্তিকে জাহানণামে নিক্ষেপ করা হবে’।[১১৮] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই হকদারকে তার হক আদায় করে দেয়া হবে। এমনকি শিংওয়ালা ছাগল যদি শিংবিহীন ছাগলকে

১১৪. তিরমিযী হা/২৪৯২।
১১৫. আহমাদ, মিশকাত হা/২৯৫৯; ছহীহাহ হা/২৪২।
১১৬. বুখারী হা/১৩৯৫; মুসলিম হা/১৯; মিশকাত হা/১৭৭২।
১১৭. বুখারী হা/২৪৪৭; মুসলিম হা/২৫৭৯; মিশকাত হা/৫১২৩।
১১৮. মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭ ‘যুলুম’ অনুচ্ছেদ।

গুঁতো মেরে কষ্ট দিয়ে থাকে, সেটারও বদলা নেওয়া হবে (মানুষকে ন্যায়বিচার দেখানোর জন্য)'।[১১৯]

১০. মিথ্যা বা ভুলের উপর যিদ করা :

এটি অহংকারের অন্যতম নিদর্শন। নবীগণ যখন লোকদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতেন, তখন তারা বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করত এবং নিজেদের ভুল ও মিথ্যার উপরে যিদ করত। যদিও শয়তান তাদেরকে (এর মাধ্যমে) জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহবান করে *(লোকমান ৩১/২১)*।

কেবল কাফেরদের মধ্যে নয়, বরং মুসলমানদের মধ্যেও উক্ত দোষ পরিলক্ষিত হয়। যেমন শিরক ও বিদ'আতে অভ্যস্ত লোকেরা বিভিন্ন অজুহাতে উক্ত পাপের উপর টিকে থাকে। অমনিভাবে বিচারক ও শাসক শ্রেণী তাদের ভুল 'রায়' থেকে ফিরে আসেন না। বরং একটি অন্যায় প্রবাদ চালু আছে যে, 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না'। অথচ মানুষের ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। খলীফা ওমর (রাঃ) যখন আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)-কে কূফার গভর্ণর করে পাঠান, তখন তাকে লিখে দেন যে, তুমি গতকাল কোন সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকলে সেখান থেকে ফিরে আসতে কোন বস্তু যেন তোমাকে বাধা না দেয়। কেননা الرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ 'মিথ্যার উপরে টিকে থাকার চাইতে সত্যের দিকে ফিরে আসা অধিক উত্তম'।[১২০]

খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হিঃ) বলতেন, مَا مِنْ كِتَابٍ أَيْسَرُ عَلَيَّ رَدًّا مِنْ كِتَابٍ قَضَيْتُ بِهِ ثُمَّ أَبْصَرْتُ أَنَّ الْحَقَّ فِي غَيْرِهِ فَفَسَخْتُهُ 'আমি সিদ্ধান্ত দিয়েছি এমন কোন বিষয় বাতিল করা আমার নিকটে সবচেয়ে সহজ, যখন আমি দেখি যে তার বিপরীতটাই সত্য'।[১২১] আব্দুর রহমান বিন মাহদী (৩৫-১৯৮ হিঃ) বলেন, আমরা এক জানাযায় ছিলাম। যেখানে ওবায়দুল্লাহ বিন হাসান উপস্থিত ছিলেন, যিনি তখন রাজধানী বাগদাদের বিচারপতির দায়িত্বে ছিলেন। আমি তাঁকে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি ভুল উত্তর

১১৯. মুসলিম হা/২৫৮২; মিশকাত হা/৫১২৮।
১২০. দারাকুৎনী হা/৪৪২৫-২৬; বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ ১০/১১৪; বায়হাক্বী হা/২০১৫৯।
১২১. বায়হাক্বী ১০/১১৯, হা/২০১৬০।

দেন। তখন আমি বললাম, أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا 'আল্লাহ আপনাকে সংশোধন হওয়ার তাওফীক দিন! এ মাসআলার সঠিক উত্তর হ'ল এই, এই। তখন তিনি কিছুক্ষণ দৃষ্টি অবনত রাখেন। অতঃপর মাথা উঁচু করে দু'বার বলেন, إذًا أرجع وأنا صاغر 'এখন আমি প্রত্যাবর্তন করলাম এবং আমি লজ্জিত'। অতঃপর বললেন, لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل 'ভুল স্বীকার করে হক-এর লেজ হওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয় বাতিলের মাথা হওয়ার চাইতে'।[১২২]

অহংকার পতনের মূল :

অহংকার পতনের মূল। গর্ব-অহংকার যেমনি মানব জীবনকে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। সর্বপ্রথম ইবলীস আল্লাহর সামনে অহংকার করেছিল। মহান আল্লাহ বলেন, أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 'সে (ইবলীস) নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল' *(বাকারাহ ২/৩৪)*।

অন্যত্র বলেন, يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ط أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ 'হে ইবলীস, আমার দু'হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহঙ্কার করলে, না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? *(ছোয়াদ ৩৮৭৮)*।

আর এভাবেই সর্বপ্রথম পতন ঘটে অভিশপ্ত ইবলীসের। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ 'বের হয়ে যাও এখান থেকে। কেননা তুমি অভিশপ্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৬)*। অহংকারী দাম্ভিক ব্যক্তিকে যেমন কেউ পসন্দ করে না, তেমনি তাকে আল্লাহর ভালবাসেন না।

১২২. হিংসা ও অহংকার : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব; হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত, ১ম প্রকাশ : ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা নং ৪০-৪৯।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ. 'যমীনে গর্বভরে চল না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন অহংকারী দাম্ভিককে ভালবাসেন না' *(লোক্বমান ১৮)*।

যমীনে দাম্ভিকতার সাথে চলাফেরার পরিণাম অতিব করুণ। 'হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِيْ حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلَّلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

'(অতীত কালে) কোন এক ব্যক্তি মূল্যবান পোশাক পরিধান করে আত্মম্ভরিতার সাথে হেঁটে যাচ্ছিল। এতে সে নিজেকে খুবই আনন্দিত ও গর্বিত অনুভব করছিল। সে মাথায় সিঁথি কেটে ও চাল-চলনে অহংকারী ভাব প্রকাশ করে চলছিল। হঠাৎ আল্লাহ তাকে ধসিয়ে দিলেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের নিচে ধসে যেতে থাকবে'।[১২৩]

অহংকার কুফরীরর প্রধান উৎস। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, فالكفر من الْكبر والمعاصي من الْحِرْص وَالْبَغْي وَالظُّلم من الْحَسَد. কুফরীর মূল উৎস হ'ল 'অহংকার'। পাপকর্মের উৎস হ'ল 'লোভ'। আর বিদ্রোহ ও সীমালংঘনের উৎস হ'ল 'হিংসা'।[১২৪] অহংকার অত্যন্ত মন্দ বিষয় যা শিরকের চেয়েও জঘন্য। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, التَّكَبُّرُ شَرٌّ مِنَ الشِّرْكِ فَإِنَّ الْمُتَكَبِّرَ يَتَكَبَّرُ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى، وَالْمُشْرِكَ يَعْبُدُ اللهَ وَغَيْرَهُ. 'অহংকার শিরকের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা অহংকারী ব্যক্তি আল্লাহর দাসত্বের বিরুদ্ধে অহংকার করে। আর মুশরিক আল্লাহর ইবাদত করে এবং সাথে অন্যেরও করে'।[১২৫]

---

১২৩. বুখারী হা/৫৭৯৮।

১২৪. হিংসা ও অহংকার, পৃষ্ঠা নং ৪০

১২৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ৩য় প্রকাশ ১৯৯৬ খৃঃ) ২/৩১৬।

অহংকারী জান্নাতে যাবে না :

মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত কেহ জান্নাতে যেতে পারবে না। কারণ মুমিন ব্যক্তি সরল ও বিনয়ী ভদ্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি হয় সরল ও ভদ্র। পক্ষান্তরে পাপী ব্যক্তি হয় ধূর্ত ও চরিত্রহীন'।[১২৬] যারা অহংকার করে তাদেরকে আল্লাহ সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বিমুখ রাখেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.'পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে, তাদেরকে অবশ্যই আমি আমার নিদর্শনাবলি থেকে বিমুখ করে রাখব' *(আ'রাফ ৭/১৪৬)*।

তাছাড়া, ঝগড়াকারী, হঠকারী ও অহংকারীরা জান্নাতে যাবে না। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতীদের বিষয়ে খবর দিব না? তারা হ'ল দুর্বল এবং যাদেরকে লোকেরা দুর্বল ভাবে। কিন্তু তারা যদি আল্লাহর নামে কসম দিয়ে কিছু বলে, আল্লাহ তা অবশ্যই কবুল করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের বিষয়ে খবর দিব না? তারা হ'ল বাতিল কথার উপর ঝগড়াকারী, হঠকারী ও অহংকারী'।[১২৭]

দম্ভভরে সত্যকে অস্বীকারকারী এবং অন্যকে তুচ্ছকারী জান্নাতে যাবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ.

'যার অন্তরে অনু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বলল, কোন ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার কাপড়টা সুন্দর হোক,

---

১২৬. আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত হা/৫০৮৫।

১২৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৬ 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ।

জুতাটা মনোরম হোক। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যই পছন্দ করেন। অহংকার হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করা ও লোকদের তুচ্ছ মনে করা'।[১২৮] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ 'যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[১২৯]

মানুষের যত প্রকার ত্রুটি আছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হ'ল আত্মোহংকার করা। আর এটা যখন কারো মধ্যে জাগ্রত হয়, তখন সে নিজেকে খুব বড় জ্ঞানী ও গুণসম্পন্ন মনে করে ও অন্যরা তাকে সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞানী ও যোগ্য মনে করুক এটা প্রত্যাশা করে।

অহংকারের পরিণতি জাহান্নাম :

অহংকারের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম প্রকার হ'ল ইলমের অহংকার। কেননা তার ইলম তার কোন কাজে আসেনা। যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য জ্ঞানার্জন করে, জ্ঞান তার অহংকারকে চূর্ণ করে দেয় এবং তার অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। যে নিজেকে হীন মনে করে এবং সর্বদা নিজের হিসাব নিয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। একটু উদাসীন হ'লেই ভাবে এই বুঝি ছিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত হ'লাম ও ধ্বংস হয়ে গেলাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইলম শিখে গর্ব করার জন্য ও নেতৃত্ব লাভের জন্য, সে অন্যের উপর অহংকার করে ও তাদেরকে হীন মনে করে। আর এটিই হ'ল সবচেয়ে বড় অহংকার (أَكْبَرُ الْكِبْرِ)। আর ঐ ব্যক্তি কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তর কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। লা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।[১৩০]

কুরআনে জাহান্নামীদের প্রধান দোষ হিসাবে তাদের অহংকারকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ... قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. 'কাফিরদের দলে দলে

১২৮. মুসলিম হা/২৭৫।
১২৯. মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৭।
১৩০. যাহাবী, আল-কাবায়ির (বৈরূত : দারুন নদওয়াতুল জাদীদাহ) পৃঃ ৭৮।

জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে'... 'তখন তাদেরকে বলা হবে তোমরা জাহান্নামের দরজা সমূহে প্রবেশ কর সেখানে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। অতএব অহংকারীদের বাসস্থান কতই না নিকৃষ্ট' *(যুমার ৩৯/৭১-৭২)*। অন্যত্র বলেন, فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ 'অতএব তোমরা জাহান্নামে দরজা সমূহ দিয়ে প্রবেশ কর, এতেই চিরস্থায়ীভাবে বসবাস কর। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট' *(নাহল ১৬/২৯)*।

অহংকার হ'ল আল্লাহ্‌র চাদর। আর তা নিয়ে টানাহেচড়া করলে সেই ব্যক্তির পরিণাম জাহান্নাম। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তাঁরা বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعِزُّ إِزَارُهُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ. মহা সম্মানিত প্রতাপশালী আল্লাহ বলেছেন, 'মাহাত্ম্য হচ্ছে তার লুঙ্গী, আর অহংকার তার চাদর। যে ব্যক্তি এ দু'টির যে কোন একটিতেও আমার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তাকে আমি শাস্তি প্রদান করব'।[১৩১]

অহংকার থেকে বেঁচে থাকুন :

অহংকার দূরীকরণের জন্য কেবল আকাংখাই যথেষ্ট নয়, বরং অহংকার থেকে বেঁচে থাকার জন্যে আমাদের পার্থিব অবস্থানের কথা সর্বদা স্মরণ করতে হবে। নতুবা শয়তানের প্ররোচনায় পদচ্যুত হয়ে যেতে পারি। সুতরাং আমাদের মধ্যে জন্ম, মৃত্যু ও আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার অনুভূতি তৈরী হলে কোনভাবেই দাম্ভিকতা প্রশ্রয় পাবে না।

প্রথমেই নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে জানতে হবে যে, প্রাণহীন শুক্রাণু থেকে সে জীবন পেয়েছে। আবার সে মারা যাবে। অতএব তার কোন অহংকার নেই।

অতঃপর আল্লাহ সম্পর্কে জানবে যে, তিনিই তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তিনিই তাকে শক্তি দিয়ে মেধা দিয়ে পূর্ণ-পরিণত মানুষে পরিণত করেছেন। তাঁর দয়ায় তার সবকিছু। অতএব প্রতি পদে পদে আল্লাহর দাসত্ব

১৩১. মুসলিম হা/৬৮৪৬; ছহীহ তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/২৮৯৮।

ব্যতীত তার কিছুই করার নেই। আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ‘আমি জিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার দাসত্ব করার জন্য’ *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। ‘মানুষ তার জন্মের সময় উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না’ *(দাহর ৭৬/১)*। অতএব নিজেকে সর্বদা আল্লাহর দাস মনে করার মধ্যেই লুকিয়ে আছে অহংকার দূর করার প্রধান ঔষধ’।[১৩২]

একটি নির্দিষ্ট হায়াত শেষে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তরে অবস্থান করি না কেনো এই চিরন্তন সত্য থেকে রক্ষা পেতে পারি না। মরতে হবেই একদিন। মহান আল্লাহ বলেন, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ‘যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে গ্রাস করবেই। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে অবস্থান কর’ *(নিসা ৪/৭৮)*। তিনি আরো বলেন,

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ- وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ- قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.

‘মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি একটি শুক্রাণু হ’তে? অথচ সে এখন হয়ে পড়েছে প্রকাশ্যে বিতর্ককারী’। ‘মানুষ আমাদের সম্পর্কে নানা উপমা দেয়। অথচ সে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ভুলে যায়। আর বলে, কে এই পচা-গলা হাড়-হাড্ডিকে পুনর্জীবিত করবে’? ‘তুমি বলে দাও, ওকে পুনর্জীবিত করবেন তিনি, যিনি ওটাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। বস্তুতঃ তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত’ *(ইয়াসীন ৩৬/৭৭-৭৯)*।

আমরা যদি মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করি তবে আমাদের মিথ্যে অহংকার হৃদয়ে স্থান পেতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ ‘তোমরা স্বাদ ধ্বংসকারী বস্তুকে বেশী বেশী স্মরণ কর’ অর্থাৎ মৃত্যুকে’।[১৩৩]

১৩২. হিংসা ও অহংকার, পৃষ্ঠা নং ৬৭।
১৩৩. তিরমিযী হা/২৩০৭, মিশকাত হা/১৬০৭।

ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে দিয়ে আল্লাহ বলবেন, اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ‘তোমার আমলনামা তুমি পাঠ কর। আজ তোমার হিসাব নেওয়ার জন্য তুমিই যথেষ্ট’ *(ইসরা ১৭/১৪)*। আল্লাহ মানুষের হায়াত ও মঊত সৃষ্টি করেছেন, কে তাদের মধ্যে সুন্দরতম আমল করে, সেটা পরীক্ষা করার জন্য’ *(মুলক ৬৭/২)*।

অহংকার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করা সর্বোত্তম পন্থা। নিরহংকার হতে চাইলে নিম্নের দো‘আটি বেশী বেশী পাঠ করা প্রয়োজন।

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيراً وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ –

অর্থ : আল্লাহ সর্বোচ্চ, আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা, সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর প্রশংসাসহ আল্লাহ্‌র জন্য সকল পবিত্রতা। আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হ’তে এবং তার প্ররোচনা, তার ফুঁক ও তার কুমন্ত্রণা হ’তে। উক্ত হাদীছে نَفْخُهُ বা ‘শয়তানের ফুঁক’-এর অর্থ সম্পর্কে রাবী ‘আমর বিন মুর্রা বলেন, সেটা হ’ল اَلْكِبْرُ অর্থাৎ ‘অহংকার’।[১৩৪]

পরিশেষে, বান্দার অহংকার করার মত কোন কিছুই নেই। কারণ অহংকার সেই করবে যিনি অবিনশ্বর, কিন্তু মানুষ যে নশ্বর। স্রোষ্টার চাদর নিয়ে সৃষ্টির টানাটানি করা উচিৎ নয়। জীবনে সুখী ও সুন্দর জীবন যাপন করতে চাইলে সর্বদা আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় করতে হবে। তাছাড়া নিচের দিকে লক্ষ্য করলে নিজের অবস্থান সর্বদা পরিলক্ষিত হয়। এমর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ (যদি তুমি সুখী হতে চাও), তাহ’লে যে ব্যক্তি তোমার চেয়ে

১৩৪. ছহীহ ইবনু হিববান হা/১৭৭৭; আলবানী, সনদ ছহীহ লিগাইরিহী।

নীচু, তার দিকে তাকাও। কখনো উপরের দিকে তাকিয়ো না। তাহ'লে তোমাকে দেওয়া আল্লাহর নে'মত সমূহকে তুমি হীন মনে করবে না'।[১৩৫]

অহংকার করার চেয়ে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থেকে 'আল-হামদুলিল্লাহ' পাঠ করা সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত পরামর্শ।

ষড় রিপুর মধ্যে এই রিপুটি অতিব স্পর্শকাতর। কারণ অণু পরিমাণ এই রিপু কারো মধ্যে বিরাজ করলে অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে। সুতরাং অহংকার থেকে নিজেকে দুরে রাখি এবং সর্বদা কবরের কথা স্মরণ করি। মহান আল্লাহ আমাদের সবায়কে সেই তাওফিক্ব দান করুন, আমীন।

১৩৫. বুখারী হা/৬৪৯০, মুসলিম হা/২৯৬৩, মিশকাত হা/৫২৪২।

মাৎসর্য রিপু

Envy, Covetousness (Sanskrit: Matsarya)

মাৎসর্য হ'ল ঈর্ষা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, বিদ্বেষ, অপকার, হনন ইত্যাদি। মাৎসর্যের কোন প্রকার হিতাহিত বোধ নেই। মাৎসর্য উলঙ্গ, অন্ধ ও বিকৃত অবস্থাকে পূজা করে থাকে। মাৎসর্যান্ধ মানুষ নিজে কোন কাজেই কোনকালে সুখ পায় না। নিজের কোন কিছুর প্রতি যত্নবান হওয়া বা খেয়াল করার সুযোগও তার নেই। তার চোখে বুকে অপরের ভাল কাজের প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে থাকে। অথচ তার নিজের পক্ষে তা সম্পন্ন করার ক্ষমতাও তার নেই। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিয়েও সে মাৎসর্যে লিপ্ত হয়। এমনি এ রিপু তাকে ধীরে ধীরে হীন থেকে হীনতর পর্যায়ে নিয়ে যায়। এক সময় সমাজের চোখে সে চিহ্নিত হয়ে যায়। তখন তার কথা ও কাজের কোনই মূল্য থাকে না।

মাৎসর্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল পরশ্রীকাতরতা। পরশ্রীকাতরতা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে চরম অশান্তি ডেকে আনে। পরশ্রীকাতরতার তিনটি দিকে রয়েছে। এক, অন্যের ভাল কিছু দেখলে তার গা জ্বলে যাওয়া; দুই, অপর কেউ ভাল কিছু করলে তার বিরোধিতা করা কিংবা ভাল কাজটির নেতিবাচক দিকগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে অন্যের সামনে হাজির করা; তিন, বেঁকে বসা (উর্ধ্বতন ও অধস্তনদের বেলায়) অর্থাৎ অমান্য বা অবজ্ঞা করা।

হিংসা মানব মনের কঠিনতম রোগসমূহের অন্যতম। হিংসার জন্যে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্বে পরিণত হয়। হিংসুক ব্যক্তি অন্তরাগুনে জ্বলে সর্বদা এবং হিংসাত্বকপূর্ণ মনোভাব নিয়ে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্যতায় রূপ দান করে। এদের অন্তরে মহাব্যাধি বাসা বেঁধে থাকে এবং মনে করে তাদের এই গোপনীয় বিদ্বেষ কখনও প্রকাশ পাবে না। কিন্তু দেরীতে হলেও হিংসুক ব্যক্তির আসল রূপ উদিত সূর্য্যের ন্যায় বিকশিত হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغَانَهُمْ– وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ .

'যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের হৃদয়ের গোপন বিদ্বেষ কখনোই প্রকাশ করে দেবেন না'? 'আমরা চাইলে তোমাকে তাদের দেখাতাম। তখন তুমি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারতে এবং তাদের কথার ভঙ্গিতে তুমি তাদের অবশ্যই বুঝে নিতে। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহ সম্যক অবগত' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৯)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে বলা হ'ল, সবচেয়ে ভাল মানুষ কে? তিনি বলেন, 'প্রত্যেক হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত অন্তরের অধিকারী এবং সত্য কথার অধিকারী ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম মানুষ'। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা সত্য কথার অধিকারী জানি। কিন্তু হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত অন্তর কি জিনিস তা জানি না। তিনি বললেন, যে ব্যক্তি স্বচ্ছ ও পরহেযগার। যার মধ্যে (১) পাপ নেই, পাপ হলেই ক্ষমা চায় (২) সীমালংঘন নেই (৩) খিয়ানত নেই (৪) হিংসা নেই'।[১৩৬]

ক. হিংসার সূচনা :

গর্ব-অহংকার যেমনি মানব জীবনকে মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে তেমনি হিংসাও মানুষকে অধঃপতনের গ্লানিতে পরিপূর্ণ হতে সাহায্য করে। সৃষ্টির সূচনায় প্রথম পাপ ছিল আদম (আঃ)-এর প্রতি ইবলীসের হিংসার পাপ। যার ফলে ইবলিশ শয়তান হিংসা ও অহংকারের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে মহান রাব্বুল 'আলামিনের সামনে। এসম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

'আর যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল'*(বাক্বারাহ ২/৩৪)*। ইবলীস ঐ সময়

১৩৬. ইবনু মাজাহ হা/৪২১৬।

নিজের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলল, 'আমি ওর চাইতে উত্তম। কেননা আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে'। আল্লাহ বললেন, তুই বের হয়ে যা। তুই অভিশপ্ত, তোর উপরে আমার অভিশাপ রইল পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৬-৭৮; আ'রাফ ৭/১২)*।

১. আদম (আঃ)-এর প্রতি ইবলীসের হিংসা :

সর্বপ্রথম আদমের উচ্চ সম্মান দেখে ইবলীস হিংসায় জ্বলে উঠেছিল। তাকে আদমের প্রতি সম্মানের সিজদা করতে বলা হলে সে করেনি। ফলে সে জান্নাত থেকে চিরকালের মত বিতাড়িত হয়। আদম (আঃ)-এর উচ্চ মর্যাদা দেখে ইবলীস হিংসায় জ্বলে উঠেছিল। সে নিজেকে আদমের চাইতে শ্রেষ্ঠ দাবী করে তাঁকে সম্মানের সিজদা করেনি। সে যুক্তি দিয়ে বলেছিল, خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 'আল্লাহ তুমি আমাকে আগুন দিয়ে তৈরী করেছ এবং আদমকে তৈরী করেছ মাটি দিয়ে' *(আ'রাফ ৭/১১-১২)*।

অতএব আগুন কখনো মাটিকে সিজদা করতে পারে না। তার এই যুক্তিবাদের ফলে সে অভিশপ্ত হয় এবং জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়। এভাবে আসমানে প্রথম হিংসা করে ইবলীস এবং সেই-ই প্রথম আদম ও হাওয়াকে বিভ্রান্ত করে। ফলে তারাও জান্নাত থেকে আল্লাহর হুকুমে নেমে যান। আদমের ও তার সন্তানদের প্রতি ইবলীসের উক্ত হিংসা আজও অব্যাহত রয়েছে। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে আল্লাহর অনুমতিক্রমে *(আরাফ ৭/১৩-১৫; হিজর ১৫/৩৩-৩৮)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

الحاسد شبيه بإبليس، وهو في الحقيقة من أتباعه؛ لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم، كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وفضله، وأبى أن يسجد له حسدا، فالحاسد من جند إبليس

'হিংসুক ব্যক্তি ইবলীসের ন্যায়। সে শয়তানের অনুসারী। কেননা সে শয়তানের চাহিদা মতে সমাজে বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় এবং অন্যের উপর আল্লাহর নে'মতসমূহের ধ্বংস কামনা করে। যেমন ইবলীস

আদমের উচ্চ মর্যাদা ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে হিংসা করেছিল এবং তাকে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। অতএব হিংসুক ব্যক্তি ইবলীসের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত'।[১৩৭]

২. হাবীলের প্রতি কাবীলের হিংসা :

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয় আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে। কাবীল হিংসা বশে স্বীয় ভাই হাবীলকে হত্যা করে। কারণ পশুপালক হাবীল ছিল মুত্তাকী পরহেযগার ও শুদ্ধ হৃদয়ের মানুষ। সে আল্লাহকে ভালবেসে তার সর্বোত্তম দুম্বাটি আল্লাহর ওয়াস্তে কুরবানীর জন্য পেশ করে। অথচ তার কৃষিজীবী ভাই ক্বাবীল তার ক্ষেতের ফসলের নিকৃষ্ট একটা অংশ কুরবানীর জন্য পেশ করে। ফলে আল্লাহ তারটা কবুল না করে হাবীলের উৎকৃষ্ট কুরবানী কবুল করেন এবং আসমান থেকে আগুন এসে তা উঠিয়ে নিয়ে যায়। এতে ক্বাবীল হিংসায় জ্বলে ওঠে ও হাবীলকে হত্যা করে। অথচ এতে হাবীলের কিছুই করার ছিলনা। এতদসত্ত্বেও কাবীল তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ - لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

'(হে নবী!) তুমি লোকদের নিকট আদমের দুই পুত্রের ঘটনা সত্য সহকারে বর্ণনা কর। যখন তারা কুরবানী পেশ করে। অতঃপর একজনের কুরবানী কবুল হয়, কিন্তু অপর জনের কুরবানী কবুল হয়নি। তখন সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। জবাবে সে বলল, আল্লাহ তো কেবল মুত্তাক্বীদের কুরবানী কবুল করে থাকেন'। 'যদি তুমি আমার দিকে হাত বাড়াও আমাকে হত্যা করার জন্য, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্বচরাচরের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি' *(মায়েদাহ ৫/২৭-২৮)*।

১৩৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, বাদায়ে'উল ফাওয়ায়েদ ২/২৩৪।

বলা বাহুল্য, এই মানবেতিহাসের প্রথম হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ফলে ক্বাবীল হত্যাকাণ্ডের সূচনাকারী হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত যত হত্যাকাণ্ড হবে তার একাংশ তার আমলনামায় লেখা হবে মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত হত্যাকাণ্ড হবে, তার পাপের একটা অংশ ক্বাবীলের আমলনামায় লেখা হবে। কেননা সেই-ই প্রথম এর সূচনা করেছিল'।[১৩৮] এভাবে আসমানে প্রথম হিংসা করেছিল ইবলীস এবং যমীনে প্রথম হিংসা করেছিল ক্বাবীল। সুতরাং সুন্দরের প্রতি আকর্ষন ও ভাল-র প্রতি হিংসা চিরন্তন'।[১৩৯]

৩. ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি তাঁর ভাইদের হিংসা :

নবী ইউসুফ (আঃ)-এর ১০ জন বিমাতা ভাই ছিল। যারা ছিল তার আপন খালার সন্তান। ইউসুফ (আঃ) ও বেনিয়ামীনের মা মারা যাওয়ায় মাতৃহারা দুই শিশুপুত্রের প্রতি পিতা নবী ইয়াকূব (আঃ)-এর পিতৃস্নেহ স্বভাবতই বেশী ছিল। তন্মধ্যে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতিই তাঁর আসক্তি ছিল বেশী তার অলৌকিক গুণাবলীর কারণে। তদুপরি শিশুকালে ইউসুফ (আঃ)-এর দেখা স্বপ্নবৃত্তান্ত শোনার পর পিতা তার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং অজানা আশংকায় তাকে সর্বক্ষণ চোখের উপর রাখতেন। ফলে বিমাতা ভাইয়েরা তার প্রতি হিংসায় জ্বলে ওঠে এবং শিশু ইউসুফ (আঃ)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। উক্ত বিষয়ে সূরা ইউসুফ নাযিল হয়। যাতে পুরা ঘটনা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে *(নবীদের কাহিনী ১ম খণ্ড)*।

হিংসুকরা ভালর প্রতি কিভাবে হিংসা করে এবং ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না করুণ পরিণতি ঘটে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমতে আমি এ কুরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে।

যখন ইউসুফ পিতাকে বলল: পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে। সুর্যকে এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশে সেজদা করতে দেখেছি। তিনি বললেন: বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের

১৩৮. বুখারী হা/৩৩৩৫; মুসলিম হা/১৬৭৭; মিশকাত হা/২১১, 'ইল্ম' অধ্যায়।

১৩৯. হিংসা ও অহংকার : পৃষ্ঠা নং ২৮-২৯।

প্রকাশ্য। এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবার-পরিজনের প্রতি; যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। অবশ্য ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

যখন তারা বলল: অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তি বিশেষ। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন। হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা ইউসুফ কে হত্যা করো না, বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকূপে যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়।

তারা বলল: পিতা: ব্যাপার কি, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? আমরা তো তার হিতাকাংখী। আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন-তৃপ্তিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।

তিনি বললেন: আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে, ব্যাঘ্র তাঁকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তার দিক থেকে গাফেল থাকবে। তারা বলল: আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি ব্যাঘ্র তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমরা সবই হারালাম। অত:পর তারা যখন তাকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল এবং আমি তাকে ইঙ্গিত করলাম যে, তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা বলবে এমতাবস্থায় যে, তারা তোমাকে চিনবে না। তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল।

তারা বলল : পিতা, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আসবাব-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অত:পর তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। এবং তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। তিনি বললেন:

এটা কখনই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন ছবর করাই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্য স্থল' *(ইউসুফ ১২/৩-১৮)*।

খ. যুগে যুগে প্রতিহিংসা :

যুগে যুগে বহু সত্যসেবী আলেম, দ্বীনের দাঈ ও নেতা নির্যাতিত হয়েছেন একমাত্র নিন্দুকের নিন্দা ও কুচক্রীদের হিংসার কারণে। এদের চিনতে হলে কিছু নিদর্শন জেনে রাখা ভাল। এরা সাক্ষাতে সুন্দর কথা বলে এবং আড়ালে নিন্দা করে। কোন কল্যাণ দেখলে চুপ থাকে এবং অকল্যাণ দেখে খুশী হয়। শেষ নবী (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধীরাও হিংসা করেছিল। যদিও নবী-রাসূলগণ নিন্দনীয় বিষয় থেকে পবিত্র ছিলেন। তারপরেও মক্কার কাফের মুশরিকরা অমানবিক শারিরীক ও মানুষিক নির্যাতন করেছে শুধু মাত্র প্রতিহিংসার জন্য। এছাড়াও মদীনাতে হিজরত করার পরেও ইহুদী-নাছারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নবী হিসেবে মেনে নিতে পারেনি একমাত্র হিংসার কারণে।

১. রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ইহূদী ও নাছারাদের হিংসা :

ইহূদী-নাছারা ইসলামের নবীর প্রতি সবচেয়ে বেশী হিংসাকারী। তাদের বংশ বনু ইসহাক থেকে শেষনবী না হয়ে বনু ইসমাঈলের কুরায়েশ বংশ থেকে হওয়ায় তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি হিংসায় অন্ধ ছিল। অথচ তাদের কিতাব তাওরাত-ইনজীলে শেষনবী হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ও তাঁর পূর্ণ পরিচয় আগেই বর্ণিত হয়েছে *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*। কিন্তু তারা তাঁর উচ্চ মর্যাদাকে বরদাশত করতে পারেনি। ফলে তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারী মুমিনদের চাইতে মক্কার কাফিরদের অধিকতর হেদায়াতপ্রাপ্ত বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। যেমন আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَؤُلاَءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا سَبِيلاً– أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا .

‘তুমি কি তাদেরকে দেখোনি যাদেরকে ইলাহী কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে, যারা প্রতিমা ও শয়তানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাফিরদের বলে যে, তারাই মুমিনদের চাইতে অধিক সুপথপ্রাপ্ত’। ‘এদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাৎ করেছেন। আর আল্লাহ যাকে অভিসম্পাৎ করেন, তার জন্য তুমি কোন সাহায্যকারী পাবে না’ *(নিসা ৪/৫১-৫২)*।

মুমিনদের প্রতি হিংসা ছাড়াও তারা তাদেরকে ইসলাম ত্যাগ করে ইহূদী-নাছারাদের দলভুক্ত হওয়ার আকাংখা পোষণ করে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

‘সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ বশতঃ আহলে কিতাবদের অনেকে তোমাদেরকে ঈমান আনার পরেও কাফির বানাতে চায়। এমতাবস্থায় তোমরা ওদের ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চল আল্লাহর আদেশ না আসা পর্যন্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান’ *(বাক্বারাহ ২/১০৯)*।

ইবনু কাছীর বলেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আহলে কিতাবদের রীতি-নীতি অনুসরণ করা হ’তে বিরত থাকার ব্যাপারে মুমিনদের সাবধান করেছেন। গোপনে ও প্রকাশ্যে তারা যে সর্বদা মুসলমানদের শত্রুতা করবে, সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন। মুসলমানদের ও তাদের নবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা জানা সত্ত্বেও তারা এটা করে থাকে স্রেফ হিংসার বশবর্তী হয়ে’ (ঐ, তাফসীর)। আল্লাহ বলেন,

وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ

‘ইহূদী ও নাছারাগণ কখনোই তোমার উপরে খুশী হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসারী হবে। তুমি বল, নিশ্চয়ই আল্লাহর দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও, তবে আল্লাহর কবল থেকে

তোমাকে বাঁচাবার মতো কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই’ *(বাক্বারাহ ২/১২০)*। এখানে শেষনবী (ছাঃ)-কে বলা হ’লেও তা মূলতঃ উম্মতে মুহাম্মাদীকে বলা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর প্রতি ইহূদী-খ্রিষ্টান অপশক্তির অতীত ও বর্তমান আচরণ অত্র আয়াতের বাস্তব প্রমাণ বহন করে।

২. কুরায়েশ ও কাফিরদের হিংসা :

আল্লাহ স্বীয় নবী মুহাম্মাদকে নবুঅত ও রিসালাত দ্বারা সম্মানিত করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজ বংশ কুরায়েশ নেতারা হিংসায় জ্বলে ওঠে তাঁর এই উচ্চ মর্যাদার কারণে। তাদের ধারণা মতে নবুঅতের সম্মান তাদের মত নেতাদের পাওয়া উচিৎ ছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالُوا لَوْلاَ نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ– أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ؟ ‘আর তারা বলে যে, এই কুরআন কেন নাযিল হ’ল না দুই জনপদের কোন বড় নেতার উপরে? ‘তবে কি তোমার প্রতিপালকের রহমত তারাই বণ্টন করবে?’ *(যুখরুফ ৪৩/৩১-৩২)*। উল্লেখ্য, এখানে মক্কার নেতা আবু জাহল অথবা ত্বায়েফের নেতা ওরাওয়া ইবনু মাসঊদের উপর বুঝানো হয়েছে?

কুরায়েশ নেতারা কিরূপ শ্রেষ্ঠত্বের কাঙাল ছিল যে, নিজেদের বংশে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবীকে পেয়েও তারা সর্বদা তাঁকে হত্যার চক্রান্ত করেছে। তারা তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপবাদ দিয়েছে ও যুদ্ধ করেছে কেবল উক্ত মর্যাদা নিজেরা না পাওয়ার হিংসা থেকেই।

৩. মুনাফিকদের হিংসা :

মুনাফিকরা ইসলাম যাহির করে ও কুফরীকে অন্তরে লালন করে। তাদের হৃদয় সর্বদা খাঁটি মুমিনদের বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ ও কপটতায় পূর্ণ থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ‘তোমাদের কোন কল্যাণ স্পর্শ করলে তারা নাখোশ হয়। আর তোমাদের কোন অমঙ্গল হলে তারা খুশী হয়। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও আল্লাহভীরু হও, তাহলে ওদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে

না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সবই আল্লাহর আয়ত্তাধীনে রয়েছে' *(আলে-ইমরান ৩/১২০)*।

মক্কায় মূলতঃ কাফির ও মুসলমানদের সংঘর্ষ ছিল। কিন্তু মদীনায় গিয়ে যোগ হয় ইহূদী ও মুনাফিকদের কপটতা। যা ছিল কাফিরদের ষড়যন্ত্রের চাইতে মারাত্মক। ৩য় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধে গমনকারী এক হাযার মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে সাড়ে তিনশ' মুনাফিকের পশ্চাদগমন ছিল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে আল্লাহভীরু নেতাদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে অমূল্য উপদেশ ও শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। অথচ সর্বদা মুনাফিকরা ভাবে যে, তারাই লাভবান। যদিও প্রকৃত অর্থে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। তারা ভাবে তাদের চতুরতা কেউ ধরতে পারবে না। অথচ তারাই সবচেয়ে বোকা। কেননা দেরীতে হলেও তাদের কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغَانَهُمْ- وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ- وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. 'যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের হৃদয়ের গোপন বিদ্বেষ কখনোই প্রকাশ করে দেবেন না'? 'আমরা চাইলে তোমাকে তাদের দেখাতাম। তখন তুমি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারতে এবং তাদের কথার ভঙ্গিতে তুমি তাদের অবশ্যই বুঝে নিতে। বস্তুতঃ আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহ সম্যক অবগত'। 'আর আমরা অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা নেব। যতক্ষণ না আমরা (প্রমাণসহ) জানতে পারব তোমাদের মধ্যে কারা সত্যিকারের মুজাহিদ এবং কারা সত্যিকারের ধৈর্যশীল। বস্তুতঃ আমরা তোমাদের অবস্থা সমূহ যাচাই করে থাকি' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৯-৩১)*। বস্তুতঃ মুনাফিকদের কপটতা মুমিনদের সরলতা ও স্বচ্ছতার প্রতি হিংসা থেকে উদ্ভূত হয়। আর মুমিনদের প্রতি মুনাফিকদের এই হিংসা চিরন্তন'।[১৪০]

১৪০. হিংসা ও অহংকার : পৃষ্ঠা নং ৩০-৩২।

গ. হিংসা থেকে বেঁচে থাকার উপায় :

আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হিংসা বর্জন করা উচিৎ। তবে দুইটি বিষয় ব্যতীত হিংসা করা জায়েজ নেই। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَ تَحَاسُدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهْوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، فَهْوَ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِىَ هَذَا ، لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ . وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهْوَ يُنْفِقُهُ فِى حَقِّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِىَ عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

'দু'টি বিষয় ব্যতীত হিংসা করা যায় না। এক. ঐ ব্যক্তি, আল্লাহ্ যাকে কুরআন দান করেছেন, আর সে দিনরাত তা তিলাওয়াত করেন। অপর ব্যক্তি বলে, এই লোকটিকে যা দেয়া হয়েছে, আমাকে যদি তেমন দেয়া হতো, তাহলে আমিও তেমন করতাম, সে যেমন করছে। দুই. ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ ধন-সম্পদ দিয়েছেন। ফলে সে তা যথাযথভাবে ব্যয় করছে। তখন অন্য লোক বলে, একে যা দেয়া হয়েছে, আমাকেও যদি তেমন দেয়া হতো, আমিও তাই করতাম, যা সে করছে'।[১৪১]

অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهْوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهْوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. 'একমাত্র দু'টি বিষয়েই হিংসা করা যায়। একজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহ্ কুরআন দান করেছেন, আর সে তা রাতদিন তিলাওয়াত করে, আরেকজন হ'ল, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন আর সে রাতদিন তা ব্যয় করে'।[১৪২]

আর মানুষ যখন জানবে যে, হিংসায় জাহান্নাম ও তা পরিত্যাগে জান্নাত, তখন সে চিরস্থায়ী জান্নাত পাওয়ার আশায় ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ বস্তু পরিত্যাগ করবে।

১৪১. বুখারী হা/৭৫২৮।
১৪২. বুখারী হা/৭৫২৯

আল্লাহ বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى- فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى 'আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি হ'তে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাত তার ঠিকানা হবে' *(নাযে'আত ৭৯/৪০-৪১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ 'যা তোমার উপকারে আসবে, সেদিকে তুমি প্রলুব্ধ হও'।[১৪৩]

১. আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন :

যত কষ্টই হৌক বা যত কঠিনই হৌক, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে নিয়ে হিংসা থেকে নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 'আমার রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর। আর যা থেকে নিষেধ করেন, তা বর্জন কর' *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনি আরো বলেন, وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর সেটাই হ'ল মহা সফলতা' *(নিসা ৪/১৩)*। কেননা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা মেনে নিয়ে তার রহমত লাভ করা পার্থিব সকল কিছুর চাইতে উত্তম। আল্লাহ বলেন, هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ عُقْباً 'সবকিছুর অভিভাবকত্ব আল্লাহ্র। যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ' *(কাহফ ১৮/৪৪)*।

২. শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করা :

শয়তান মানব জাতিকে সর্বদা ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে থাকে। শয়তান আল্লাহর সাথে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ঘোষনা করেছে এবং বাস্তববায়নের জন্য মরিয়া। তার ওয়াদা সে আল্লাহর বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে, কিন্তু তারা

১৪৩. মুসলিম হা/২৬৬৪, মিশকাত হা/৫২৯৮।

ব্যতীত যারা আল্লাহর প্রকৃত বান্দা। সে ছালাতের মাঝেও মানুষকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে মানুষের ঈমান কমে যায়। তাই মানব জাতির উচিত আল্লাহর নিকট সর্বদা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার জন্য পানাহ চাওয়া। কারণ শয়তান মানুষকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوْ حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ 'শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহবান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়' (ফাতির ৩৫/৬)।

শয়তান মানুষের চির শত্রু। মহান আল্লাহ বলেন, قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ 'তিনি বললেন, বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহ'লে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' (ইউসুফ ১২/৫)। শয়তানের কুমন্ত্রণার কারণে মানুষ বিপথগামী হয়। মহান আল্লাহ বলেন, قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِيْ لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ 'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব' (হিজর ১৫/৩৯)।

শয়তানই মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে। মহান আল্লাহ বলেন, اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ 'শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত' (মুজাদালাহ ৫৮/১৯)। শয়তানই মানুষকে সরল-সঠিক পথ থেকে বিপথগামী করে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন, قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ، ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ- 'সে বলল, যে আদমের

প্রতি অহংকারের কারণে আপনি আমার মধ্যে পথভ্রষ্টতার সঞ্চার করেছেন, সেই আদম সন্তানদের পথভ্রষ্ট করার জন্য আমি অবশ্যই আপনার সরল পথের উপর বসে থাকব। অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে আসব তাদের সামনে, পিছনে, ডাইনে, বামে সবদিক থেকে। আর তখন আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না' (আ'রাফ ৭/১৬-১৭)।

হিংসা হ'ল শয়তানী আমল। শয়তান সর্বদা মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে থাকে। তাই তার হাত থেকে বাঁচার জন্য শয়তানের প্রতি তীব্র ঘৃণা থাকা এবং তার বিরুদ্ধে প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকা আবশ্যক। অতএব যখনই কারু প্রতি হিংসার উদ্রেক হয়, তখনই أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ '*আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম*' বলে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারবে'।[১৪৪]

আল্লাহ তা'আলা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার জন্য আশ্রয় কামনা করতে বলেন, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 'অতঃপর শয়তান যখনই তোমাকে কুমন্ত্রণা দেয়, তখনই তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন' *(হামীম সাজদাহ ৪১/৩৬)*।

শয়তান থেকে বাঁচার দো'আ নিম্নরূপ :

أَعُوْذُ بِا للهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

উচ্চারণ : আ'উযুবিল্লা-হিস্ সামীয়িল 'আলীম, মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম; মিন হাম্‌যিহী, ওয়া নাফ্‌খিহী, ওয়া নাফ্‌সিহী।

অর্থ : 'সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রোতা আল্লাহ্র নিকট শয়তানের ফুঁক, যাদু ও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[১৪৫]

এখানে, নাফখ হ'ল দম্ভ, নাফস হ'ল যাদু ও হামঝ হ'ল কুমন্ত্রণা (অর্থটি গ্রহণ করা হয়েছে : ছহীহ আল-কালিমুৎ তাইয়িব, পৃষ্ঠা-৪৩।)। উক্ত হাদীছে نَفْخُهُ

১৪৪. মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭, ঈমান অধ্যায় 'মনের খটকা' অনুচ্ছেদ।
১৪৫. আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২১৭।

বা 'শয়তানের ফুঁক'-এর অর্থ সম্পর্কে রাবী 'আমর বিন মুর্রা বলেন, সেটা হ'ল الْكِبْرُ অর্থাৎ 'অহংকার'।[১৪৬]

হিংসুক দ্বীনকে মুন্ডনকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। যুবায়ের ইবুনুল 'আওয়াম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের রোগ তোমাদের মধ্যে গোপনে প্রবেশ করবে। আর তা হ'ল হিংসা ও বিদ্বেষ, যা সবকিছুর মুন্ডনকারী। আমি বলছি না, চুল মুন্ডনকারী। বরং তা হবে দ্বীনকে মুন্ডনকারী। যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে। আর তোমরা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের খবর দিব না, কোন বস্তু তোমাদের মধ্যে ভালবাসাকে দৃঢ় করবে? তোমরা পরস্পরে বেশী বেশী সালাম কর'।[১৪৭] আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ– قَالَ أَبُو عِيسَى يَعْنِي الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ 'তোমরা পারস্পরিক বিদ্বেষের মন্দ হ'তে বেঁচে থাক। কেননা এটি দ্বীনের মণ্ডনকারী'।[১৪৮]

বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সেই ব্যক্তি যে নিজেকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে অবমুক্ত রেখেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ'ল, 'কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বলেন, مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. 'প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি'। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ. 'সে হ'ল পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ যার কোন গুনাহ নাই, নাই কোন দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মহমিকা ও কপটতা'।[১৪৯]

১৪৬. ইবনে হিব্বান হা/১৭৭৭; আলবানী, সনদ ছহীহ লিগাইরিহী।
১৪৭. তিরমিযী হা/২৫১০, মিশকাত হা/৫০৩৯, হাদীছ হাসান।
১৪৮. তিরমিযী হা/২৫০৮; মিশকাত হা/৫০৪১।
১৪৯. বুখারী হা/২৭৮৬; মুসলিম হা/১৮৮৮; মিশকাত হা/৫২২১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৮; তিরমিযী হা/১৬৬০।

৩. হিংসা সংবরণে বিনম্রতা :

মন্দকে মুকাবিলা করতে হবে উত্তম দ্বারা। মহান আল্লাহ এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন, وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ ‘ভাল ও মন্দ সমান হ’তে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا، وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا ‘তোমরা নম্র হও, কঠোর হয়ো না। শান্তি দান কর, বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না’।[১৫০]

ক্রোধকে সংবরণ করতে হবে বিনম্রতার মাধ্যমে। এসম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ‘মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমরা সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত’ *(মুমিনূন ২৩/৯৬)*।

বিনয় ও নম্রতা মুমিনের গুণাবলীর অন্যতম মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ ‘মুমিন ব্যক্তি নম্র ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে পাপী মানুষ ধূর্ত ও চরিত্রহীন হয়’।[১৫১] অন্যত্র বলেন, ‘যে বান্দাহ আল্লাহর জন্য বিনীত হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন’।[১৫২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন গৃহবাসীকে ভালবাসেন, তখন তাদের মাঝে নম্রতা প্রবেশ করান’।[১৫৩] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم ولا منعوه إلا ضرهم ‘আল্লাহ কোন গৃহবাসীকে নম্রতা দান করে তাদেরকে উপকৃতই করেন। আর কারো নিকট থেকে তা উঠিয়ে নিলে তারা ক্ষতিগ্রস্তই হয়’।[১৫৪]

---

১৫০. বুখারী হা/৬১২৫।
১৫১. তিরমিযী হা/১৯৬৪; মিশকাত হা/৫০৮৫।
১৫২. মুসলিম হা/২৫৮৮।
১৫৩. ছহীহুল জামে‘ হা/৩০৩, ১৭০৩; সিলসিলা ছহীহাহ ২/৫২৩।
১৫৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৪২।

ষড়রিপুর মধ্যে অহংকার এমন একটি রিপু যা অণু পরিমাণ শরীরে বিরাজ করলে তার জন্যে জান্নাত হারাম। আর এই অহংকারী ব্যক্তি হতে সাহায্য করে হিংসা। হিংসা মানব জীবনের চরম গ্লানীময় রিপু। যার জন্যে মানুষ উৎকৃষ্ট থেকে নিৎকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। হিংসা জীবনের পরোতে পরোতে পরজীবির মত লেগে থাকে অন্তরের কোণে।

ইবলীস শয়তান সর্বপ্রথম হিংসা পরায়ণ হয় আদম (আঃ)-এর সম্মান লক্ষ্য করে। তারপরেই জবানে প্রষ্ফুটিত হয় অহংকার। উঁচু নিচু ভেদাভেদের মানদণ্ডের মাধ্যমে হয় বিতাড়িত শয়তান। সেই ইবলীস আজও মানুষের মনে প্রতিনিয়ত হিংসার কুমন্ত্রণা দিয়ে চলেছে। তাই বেশী বেশী শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় কামনা করা উচিৎ। যাতে তিনি আমাদের সহায় হোন!

উপসংহার :

জীবনে চলার পথে ষড়রিপু প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল। প্রতিটি মূহূর্তে আমাদেরকে ষড়রিপুর মুখোমুখি হতে হয়। মানব জীবনের সাফল্যের জন্য অটুট সংযম, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও কঠোর সাধনার প্রয়োজন। সংযম সাধনার মাধ্যমেই ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সমাজের প্রতিটি মানুষ ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করে চললে সমাজ জীবনে সুখ-শান্তিও অনাবিল আরাম বিরাজ করতে পারে।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিঃ) বলেন, সকল পাপের উৎস তিনটি। **এক. অহংকার :** এটি ইবলিসের পতন ঘটিয়েছিলো; **দুই. লোভ :** এটি জান্নাত থেকে আদম (আঃ)-কে বের করে দিয়েছিলো এবং **তিন. হিংসা :** এটি আদম (আঃ)-এর এক সন্তানের বিরুদ্ধে অপর সন্তানকে প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলেছিলো। যে ব্যক্তি উক্ত তিনটি বস্তুর অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পারবে, সে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারবে। কেননা কুফরির মূল উৎস হ’ল অহংকার, পাপাচারের মূল উৎস হ’ল লোভ, এবং বিদ্রোহ ও সীমালঙ্ঘনের মূল উৎস হ’ল হিংসা।[১৫৫] আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সকলকে ষড়রিপু নিয়ন্ত্রণ করে চলার তাওফীক্ব দান করুন, আমীন, সুম্মা আমীন।

---

১৫৫. আল-ফাওয়াইদ, পৃষ্ঠাঃ ৫৮।